POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ؕ قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا اِنْ اَرَادَ اَنْ يُّهْلِكَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهٗ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا

তাহারা অবশ্যই কুফরী করিয়াছে যাহারা বলে, 'নিশ্চয় আল্লাহ্- তিনিই মরিয়মের পুত্র মসীহ।' তুমি বল, 'আল্লাহ্‌র মোকাবিলায় কাহার কি ক্ষমতা আছে, যদি তিনি মরিয়মের পুত্র মসীহ ও তাহার মাতাকে এবং যাহারা জগতে আছে তাহাদের সকলকে ধ্বংস করিতে চাহেন? (আল মায়েদা: ১৮)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 8

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 43

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 26 Oct, 2023 10 রবিউস সানি 1445 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

আধ্যাত্মিক ও দৈহিক পবিত্রতার গুরুত্ব

১৩৫১) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে নবী করীম (সা.) দুই কবরের মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে অতিক্রম করলেন। তিনি বললেন- 'এদেরকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, আর সেই শাস্তি কোন বড় পাপের কারণে দেওয়া হচ্ছে না। তিনি বললেন, তাদের মধ্যে একজন পরনিন্দা করে বেড়াত আর দ্বিতীয় জন প্রসাব (ছিটে) থেকে নিজেকে রক্ষা করত না। হযরত ইবনে আব্বাস বলেন: এরপর তিনি একটি সবুজ ডাল নিয়ে দুই টুকরো করলেন এবং সেগুলিকে উভয় কবরে গেঁথে দিয়ে বললেন: আশা করি, যতক্ষণ এগুলি শুকিয়ে না যায়, তাদের শাস্তি লঘু করা হবে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

"আমরা, ফিরিশতা, খোদার কিতাব, রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাদীস, দোযখ ও বেহেশত, কবরের আযাব, তকদীর ও কিয়ামত দিবসের হিসেব নিকেশের উপর সত্য অন্তঃকরণে ঈমান আনি। আমরা এমন বিষয়াদির ব্যাখ্যা খোদার উপর ছেড়ে দিই। কেননা, মানুষের জন্য সমস্ত বিষয়ের উপর ঈমান আনা এবং এবং ব্যাখ্যার দায়িত্ব খোদার উপর ছেড়ে দেওয়াই সতর্কতার পথ।

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১৩৪)

১৩৮১) হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত আছে যে, রসুলুল্লাহ্ (সা.)বলেছেন: মানুষদের মধ্যে যে মুসলমানের তিন এমন সন্তান মারা যায়, যারা এখনও সাবালকত্ব অর্জন করে নি, আল্লাহ্ তা'লা এমন ব্যক্তিকে নিশ্চয় নিজ কৃপাগুণে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যা তাদের সঙ্গে আছে।

(সহী বুখারী, ২য় খণ্ড, কিতাবুল জানায়েয)

এই সংখ্যায়

খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ১৪ আগস্ট ২০২৩
হুযুর আনোয়ার (আই.) এর অনলাইন সাক্ষাত জলসা সালানায় প্রদত্ত ভাষণ

প্রকৃত ইসলাম হল, আল্লাহর পথে নিজের সকল শক্তিবৃত্তি ও সামর্থ্যকে আজীবন উৎসর্গ করে রাখা যাতে সে সেই পবিত্র জীবনের অধিকারী হয়। মূল কথা হল পৃথিবীই যেন মূল উদ্দেশ্য না হয়। বরং জাগতিকতা অর্জনের মধ্যে ধর্মই যেন প্রধান উদ্দেশ্য হয়। আর এমনভাবে জাগতিকতা বস্তু অর্জন করা উচিত যাতে তা ধর্মের সেবক হয়।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাণী

আল্লাহ্ তা'লার বান্দা কারা?

এরাই সেই সব লোক যারা নিজেদের জীবনকে, যা আল্লাহ্ তা'লাররই দান, আল্লাহ্‌র পথে উৎসর্গ করে এবং নিজেদের প্রাণকে খোদার পথে বিসর্জন দেওয়াকে, তাঁর পথে নিজেদের সম্পদ ব্যায় করাকে তাঁরই কৃপা ও নিজেদের সৌভাগ্য জ্ঞান করে। কিন্তু যারা জাগতিক ধন-সম্পদকেই নিজেদের অভিষ্ট লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করেছে, তারা পৃথিবীকে মোহের দৃষ্টিতে দেখে। কিন্তু সেটা একজন প্রকৃত মোমেন তথা সত্যবাদি মুসলমানের কাজ নয়। প্রকৃত ইসলাম হল আল্লাহর পথে নিজের সকল শক্তিবৃত্তি ও সামর্থ্যকে আজীবন উৎসর্গ করে রাখা যাতে সে সেই পবিত্র জীবনের অধিকারী হয়। আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং খোদার প্রতি উৎসর্গীকরণের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন-

مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهٗۤ اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ (البقرة:113)

এ স্থানে অর্থ এটাই যে, একটা নিদারুণ বিনয় ও লাঞ্ছনার পোশাক পরিধান করে খোদা তা'লার দরবারে লুটিয়ে পড়া এবং নিজের প্রাণ, সম্পদ, সম্মান, মোটকথা যা কিছু তার কাছে আছে তা খোদার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে দেওয়া এবং পৃথিবীর সমস্ত কিছুকে ধর্মের সেবক বানিয়ে দেওয়া।

কেউ যেন এমনটি মনে না করে বসে যে, মানুষষের জগতের সঙ্গে কোন সম্পর্ক ও সংস্রবই রাখা উচিত নয়। বরং ইসলামে বৈরাগ্য নিষিদ্ধ। এটা কাপুরুষদের কাজ। মোমেনদের সম্পর্ক ইহজগতের সঙ্গে যত বেশি বিস্তৃত হয় ততই তার উচ্চ মর্যদার কারণ হয়। কেননা তার প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে থাকে ধর্ম ।আর জগত ও এর সম্পদ ধর্মের সেবক হয়ে থাকে। অতএব, মূল কথা হল পৃথিবীই যেন মূল উদ্দেশ্য না হয়। বরং জাগতিকতা অর্জনের মধ্যে ধর্মই যেন প্রধান উদ্দেশ্য হয়। আর এমনভাবে জাগতিকতা বস্তু অর্জন করা উচিত যাতে তা ধর্মের সেবক হয়। যেমনটি মানুষ এক স্থান থেকে অন্যত্র যাওয়ার জন্য বাহন এবং পাথেয় সঙ্গে নেয়, যার উদ্দেশ্য গন্তব্যে পৌঁছনো, বাহন ও পথ তার উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে না। অনুরূপভাবে মানুষ জগতকে অর্জন করুক,কিন্তু ধর্মের সেবক মনে করে। (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৯৪)

খৃষ্টান জাতির উন্নতির সময় এমন এক জাতির উত্থান ঘটবে যারা ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে আর মানুষকে তাদের সঙ্গে লোক মিলিত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই আয়াতে অবশ্যই সেই সব মুসলমানদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে যারা সেই যুগে ইসলামের উন্নতিকে রাজনৈতিক কারণের সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে আখ্যায়িত করবে।

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ وَلَا تَعْدُ عَيْنٰكَ عَنْهُمْ ۚ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) কাহাফ এর ২৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন:

এই আয়াতটি উপরের অর্থকে আরও স্পষ্ট করে দিয়েছে। এই আয়াতে রসুলুল্লাহ্ (সা.)কে সম্বোধন করা হয়নি। বরং কুরআন পাঠকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকেই সম্বোধন করা হয়েছে যারা সেই যুগ দেখার সুযোগ পেয়েছে। অন্যথায় রসুলুল্লাহ্ (সা.) তো নিজেই নামায পড়াতেন, তাঁকে কিভাবে বলা হতে পারে যে, যারা সকাল সন্ধ্যা নামায পড়ে তুমি তাদের সঙ্গে থাক।

আসলে এখানে বলা হয়েছে যে, খৃষ্টান জাতির উন্নতির সময় এমন এক জাতির উত্থান ঘটবে যারা ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে আর মানুষকে তাদের সঙ্গে লোক মিলিত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই আয়াতে অবশ্যই সেই সব মুসলমানদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে যারা সেই যুগে ইসলামের উন্নতিকে রাজনৈতিক কারণের সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে আখ্যায়িত করবে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এই ভুলে পা দিও না। বরং সেই সব লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো যারা সকাল সন্ধ্যা নামাযে দোয়া করতে থাকবে এবং দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার কৃপা অন্বেষণ করতে থাকবে। অতঃপর বলেন, এই নামাযী জামাত থেকে দৃষ্টি সরিয়ে অন্য দিকে দৃষ্টি দিয়ো না। কেননা, যদিও এর বাইরে তোমরা জাগতিক সৌন্দর্য ও উন্নতির উপকরণ দেখতে পাবে। কিন্তু তার মধ্যে খোদা তা'লার সন্তুষ্টি লাভ হবে না। অতএব জাগতিক মোহের কারণে বাহ্যত এই নগণ্য এই জামাতকে তুচ্ছ মনে করবে না এবং সেই সব লোকদের অনুসরণ করবে না যারা যিকরে

এরপর শেষের পাতায়....

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর জার্মানী সফর, ২০১৮

হুযুরের ভাষণ

হুযুর আনোয়ার (আই.) তাশাহুদ, তাউয, তাসমিয়া পাঠের পর বলেন: সম্মানীয় অতিথিবর্গ! আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহু। যে আয়াতটি তিলাওয়াত করা হয়েছে তার ভিত্তিতে এবং কয়েকজন বক্তার কথার উপর কয়েকটি বিষয় নোট করেছিলাম। কিন্তু আমি মিঃ স্টকবার্গার সাহেবের প্রতি কৃতজ্ঞ যিনি একজন পাদ্রী। তিনি আমার কাজ অনেক সহজ করে দিয়েছেন। শান্তি এবং ধর্মের বিষয়ে আরও অনেক যে সব কথা আমার বলার ছিল তা তিনি আমার পক্ষ থেকে বলে দিয়েছেন। এইজন্য তাঁকে ধন্যবাদ।

যাইহোক, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম হওয়া সত্ত্বেও যদি একত্রে মিলেমিশে থাকা যায় তবে এটি খুব ভাল কথা। এই কারণেই কুরআন করীমে আল্লাহ্ তা'লা খৃষ্টান ও ইহুদী উভয়কে মুসলমানদের পক্ষ থেকে এবং আঁ হযরত (সা.)-এর পক্ষ থেকে এই বার্তা দিয়েছিলেন যে, এস! আমরা সেই বিষয়ে ঐক্যমত হই, সেই কলেমা বা বাণীর উপর ঐক্যবদ্ধ হই যা তোমাদের ও আমাদের মধ্যে অভিন্ন আর সেই অভিন্ন কলেমা হল আল্লাহ্ তা'লার সত্তা।

এখানে একটি বিষয়ে আমি দ্বিমত পোষণ করব। তিনি বলেছেন, হিন্দুরা এক খোদায় বিশ্বাসী নয়। বস্তুতঃ হিন্দুরাও তাদের নানান দেবতা থাকা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তারাও এক খোদা পর্যন্ত পৌঁছায়। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, সমস্ত ধর্ম আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে এসেছে। এবং সেগুলি এসেছে ভিন্ন ভিন্ন জাতির জন্য, ভিন্ন ভিন্ন যুগে। যদি সমস্ত ধর্মই খোদার পক্ষ থেকে এসে থাকে এবং সেই খোদার পক্ষ থেকে এসে থাকে যিনি এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, যিনি মানুষকে সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্ঠ জীব করেছেন, তবে বাণীও একটিই হওয়া উচিত ছিল। আর সেই বাণী একটিই ছিল- অর্থাৎ খোদার উপাসনা কর, তার সঙ্গে কাউকে শরিক করো না এবং পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ থেকে জীবন যাপন কর। এই কারণেই আমরা, যারা প্রকৃত মুসলমান, সমস্ত আম্বিয়াগণের উপর বিশ্বাস রাখি। আমরা এই বিষয়েও দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, প্রত্যেক জাতিতে এবং প্রত্যেক ধর্মে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে আম্বিয়া, প্রত্যাদিষ্ট ও পুণ্যবান পুরুষগণ আবির্ভূত হয়েছেন যারা ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

অতএব যখন সমস্ত ধর্ম আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এসেছে, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমাদের এমন কোন অধিকার নেই যে, তোমরা পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহে এবং বিবাদে লিপ্ত হবে বরং কুরআন শরীফকে যদি গভীর মনোযোগের সহকারে পাঠ কর তবে দেখবে আঁ হযরত (সা.) কে যে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল তার কারণ ছিল মুসলমানদের উপর দীর্ঘ সময় যাবৎ নিপীড়ন ও নির্যাতন যার ফলে তিনি (সা.) দেশ ত্যাগ করে মদিনা হিজরত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এর অনুমতি প্রসঙ্গে কুরআন করীমে যে আয়াত রয়েছে সেখানে অত্যন্ত স্পষ্টভাষায় লেখা আছে যে, যদি তোমরা অত্যাচারীর হাত প্রতিহত না কর, তবে এই অত্যাচার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকবে। সেই কারণে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া আবশ্যক। কুরআন করীমে একথা লেখা আছে যে, তাদেরকে শাস্তি দেওয়া এজন্য আবশ্যক যে, যদি তাদেরকে প্রতিহত না করা হয় তবে কোন গীর্জা অবশিষ্ট থাকবে না, কোন সেনাগউজ কিম্বা কোন মন্দির বা মসজিদ অবশিষ্ট থাকবে না যেখানে আল্লাহ্ তা'লার নাম উচ্চারণ করা হয়ে থাকে, যেখানে মানুষ উপসনার উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়।

অতএব একজন প্রকৃত মুসলমানের জন্য জরুরী হল যখন সে নিজের মসজিদের সুরক্ষা করতে চাই, তখন তার কর্তব্য হবে গীর্জার ও মন্দিরের সুরক্ষাও সুনিশ্চিত করা এবং তাদের সঙ্গে প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসা সহকারে মিলেমিশে থাকা। এই শিক্ষাকে যদি মেনে চলা হয় তবেই প্রেম ও ভ্রাতৃত্ববোধের প্রসার ঘটবে।

আমাদের সামনে কুরআন করীমের যে আয়াত তিলাওয়াত করা হয়েছে তার সারমর্ম হল মানুষকে তার প্রাপ্য অধিকার প্রদান করা, দরিদ্র, অনাথ এবং মুসাফিরদের ন্যায্য অধিকার দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে। এই আদেশও দেওয়া হয়েছে যে, সেবামূলক কাজও কর এবং এর পাশাপাশি নামায পড় ও যাকাত দাও। যাকাতের অর্থই হল নিজের সম্পদকে পবিত্র করা। আর সম্পদের শুদ্ধিকরণ হয় আল্লাহ তা'লার সৃষ্টির সেবায় সেই সম্পদ ব্যয় করার মাধ্যমে। অতএব প্রকৃত মুসলমানরা এর উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে এবং আমরা আহমদীরা দাবি করি যে, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমরা এর উপর অনুশীলনও করি। এই কারণে সারা বিশ্বে আহমদীরা যেখানেই তবলীগ করে, ইসলামের বাণীর প্রসার করে, সেখানে মানব সেবামূলক কাজও করে থাকে। এই উদ্দেশ্যে দরিদ্র দেশসমূহে বিশেষ করে আফ্রিকার দেশগুলিতে বা এশিয়ার দরিদ্র দেশগুলিতে আমাদের স্কুল, কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত আছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি কোন বিভেদ ছাড়াই সেবা করে চলেছে। আমাদের হাসপাতালের ৯০ শতাংশ রোগী খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী। আমাদের স্কুলগুলির ৯০ শতাংশ ছাত্র খৃষ্টান অথবা তাদের কোন ধর্ম নেই, কিম্বা তারা অন্য কোন ধর্মের। তাদের মধ্যে মেধাবী ছাত্রদেরকে কোন তারতম্য ছাড়াই বৃত্তি দেওয়া হয়। কেবল এই জন্য যে, এটি একজন মানুষের অধিকার যে যদি পরিস্থিতির কারণে কোন কোন বিষয় থেকে সে বঞ্চিত থেকে যায় তবে সাধ্যমত তাদেরকে যেন সাহায্য করা হয় এবং তাদের সেই বঞ্চনা মেটানো হয়। এটিই মানবতার সেবা।

এখানে মসজিদের কথা বলা হচ্ছে, মসজিদ ইবাদতের উদ্দেশ্যে তৈরী করা হয়ে থাকে, কিন্তু কুরআন করীমে একথাও বলা হয়েছে যে, তোমাদের নামায তোমাদের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। একদিকে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর ইবাদত করার আদেশ দেন অন্যদিকে তিনি বলেন যে, তোমাদের ইবাদত বা নামায তোমাদের মুখে ছুড়ে মারব। এটিকে তোমাদের বিরুদ্ধে করে দেওয়া হবে। কেননা তোমরা দরিদ্রদের প্রতি দৃষ্টি দাও না। তোমরা অনাথদের প্রতি যত্নবান নও। তোমরা দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি কর। এই কারণে তোমাদের নামায গৃহীত হবে না। অতএব একথা একজন প্রকৃত মুসলমানের কল্পনার অতীত যে, কোন প্রকারের ফিতনা বা নৈরাজ্যের সঙ্গে তার নাম যুক্ত হতে পারে।

মসজিদ উদ্বোধন করতে যাওয়ার সময় আপনাদের একজন ন্যাশনাল টিভি চ্যানেলের সাংবাদিক আমাকে প্রশ্ন করেন যে, ছোট শহরে মসজিদ নির্মাণ করার পিছনে আপনাদের উদ্দেশ্য কি? আমি তাকে উত্তর দিয়েছিলাম যে, এখানে আহমদীরা বাস করে। অনুরূপভাবে খৃষ্টান, ইহুদী এবং হয়তো অন্যান্য ধর্মের মানুষও বাস করে। তিনি বলেন এখানে ১২০টি জাতির মানুষ বসবাস করে। তাই প্রত্যেকেই নিজের নিজের ধর্ম অনুযায়ী ইবাদত করার জন্য উপাসনাগার তৈরী করেছে। আমরা আহমদী মুসলমানদেরও একটি উপসনাগারের প্রয়োজন ছিল যা এখন নির্মিত হয়েছে, যাতে আল্লাহ তা'লার ইবাদতের দায়িত্বও পালন করি এবং মানবতার সেবার কাজও উত্তমরূপে পরিকল্পনা অনুযায়ী সম্পাদন করতে পারি। আর এটিই আমদের উদ্দেশ্য, এই উদ্দেশ্যেই আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে মসজিদ নির্মাণ করে থাকি এবং প্রকৃত ইসলামের বাণী প্রচার করে করে থাকি।

এই স্থানটি একসময় বাজার ছিল। আজ এটিকে মসজিদের রূপান্তরিত করা হয়েছে। অনুরূপভাবে জার্মানীর আরও একটি শহরে (শহরটির নাম স্মরণে আসছে না) একটি স্থানে একসময় বাজার ছিল, পরবর্তীতে সেটিকে মসজিদ বানিয়ে দেওয়া হয়। সেখানেও তাদেরকে বলা হত যে, এখানে মার্কেট ছিল, যেখানে মানুষ পার্থিব সামগ্রী কেনাকাটা করত। এখন এই স্থানটিকে মসজিদের রূপ দেওয়া হয়েছে যাতে এখানে সেই সমস্ত মানুষের সমাগম হয় যারা আধ্যাত্মিক বস্তু বিনিময় করে, খোদা তা'লার ইবাদত করে, খোদার বাণী শোনে এবং যারা মানবতার সেবার জন্য পরিকল্পনা করে থাকে। মানুষের ধারণা, মসজিদ তৈরী হওয়ার পর মুসলমানরা হয়তো কোন ষড়যন্ত্র রচনা করবে বা শহরের অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মানুষদের ক্ষতি করবে। এটি নিতান্তই ভ্রান্ত ধারণা। জামাত আহমদীয়া যেখানেই সর্বত্রই মসজিদ নির্মাণ করে এবং সেখানে 'ভালবাসা সকলের তরে ঘৃণা নয়কো কারোর পরে' মন্ত্রের পূর্বাপেক্ষা অধিক উপর জোর দিয়ে থাকে। এবং প্রতিবেশী ও বিশ্ববাসীকে ঘোষণা দিয়ে থাকে যে একজন ধর্মপ্রাণ মানুষের এটিই কর্তব্য। ধর্ম বিবাদ ও কলহ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে আসে নি। ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রত্যেক নবী ভালবাসার শিক্ষার প্রসার করতে এসেছিলেন। তাঁরা সেই খোদার পক্ষ থেকে এসেছিলেন যিনি তাঁর সৃষ্টিকে ভালবাসেন।

অতএব জামাত আহমদীয়ার এটিই বাণী এবং আপনাদের উদ্দেশ্যেও এই একই বার্তাই দিব। আমাদের প্রতিবেশীরা এখন দেখবে যে, মার্কেট থেকে মসজিদে রূপান্তরিত এই স্থানটি থেকে ইবাদতকারীরা নিজেরা আধ্যাত্মিকরূপে উপকৃত হওয়ার পাশাপাশি তার চার পাশের মানুষের মধ্যে প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসা ছড়িয়ে দিবে। পূর্বে আপনারা মার্কেটে অর্থ দিয়ে জিনিস কিনতেন, কিন্তু এখানে বিনা অর্থ ব্যয়ে আপনারা ভালবাসার নমুনা দেখবেন। ভালবাসার উপহার পাবেন। পূর্বে আপনারা পকেটের পয়সা খরচ করে কোন জিনিস কিনতেন, কিন্তু এখানে সেই সমস্ত মানুষ এখানে ইবাদত করতে আসবে যারা নিজেদের পকেট থেকে পয়সা খরচ করে প্রতিবেশীদের জন্য ভালবাসার উপহার দিবে আর এটিই প্রকৃত ইসলামী শিক্ষার নমুনা। আহমদীদেরকে এই নমুনাই এখানে প্রদর্শন করতে হবে। এরা যদি নিজেদের দৃষ্টান্ত তুলে না ধরে তবে তারা আহমদী মুসলমান হওয়ার যোগ্য নয়। এই মসজিদ নির্মাণের পর আহমদীদের উপর পূর্বের থেকে

এরপর ৮ পাতায়.....

জুমআর খুতবা

এই মুহূর্তে আমি এমন এক সত্তার কথা উল্লেখ করতে যাচ্ছি যিনি আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অনুসারে নিজের জীবন অতিবাহিত করার চেষ্টা করেছেন। যাঁর কথা বলছি তিনি হলেন মাননীয়া আমাতুল কুদুস সাহেবার, যিনি হযরত ডক্টর মীর ইসমাঈল সাহেব (রা.) এর কন্যা এবং সাহেবযাদা মির্যা ওয়াসিম আহমদ সাহেব (মরহুম)-এর সহধর্মিণী ছিলেন।

সেই সব মানুষ সৌভাগ্যবান যাদের কেবল পুণ্যের স্মৃতি অবশিষ্ট থেকে যায়, যারা মানুষের জন্য কল্যাণকারী হয়ে থাকে, যারা ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্যদানের ব্যবহারিক নমুনা রেখে যান,যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলের আদেশবালী মেনে চলার চেষ্টা করে, যারা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর বয়াতকে নিজেদের জীবনে স্বার্থক করে তোলার চেষ্টা করে, যারা খিলাফতে আহমদীয়ার সঙ্গে প্রকৃত বিশ্বস্ততা রক্ষাকারী হয়, যারা যথাসম্ভব হুকুকুল ইবাদ আদায়ের চেষ্টা করে, যারা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সর্বক্ষণ চেষ্টারত থাকে, যাদের জন্য প্রত্যেকের মুখ থেকে কেবল প্রশংসায় শোনা যায় আর এভাবে আঁ হযরত (সা.)-এর নির্দেশ অনুসারে তাঁদের উপর জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) তাঁকে কাদিয়ানে পাঠানোর সময় এই উপদেশ দান করেন যে, লাজনার জামাতগুলিকে সংঘবদ্ধ করতে হবে। তিনি সেখানে যাওয়া মাত্রই কাদিয়ানের জেনারেল সেক্রেটারী পদগ্রহণ করেন। এরপর ১৯৫৫ সালে স্থানীয় সদর লাজনা পদগ্রহণ করেন। এরপর সদর লাজনা ভারত নির্বাচিত হন। ১৯৫৯ সালে স্থানীয় সদর লাজনার জন্য অন্য কারোর নির্বাচন হয় এবং তিনি সদর লাজনা ভারত হিসেবে কাজ করতে থাকেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত এই পদে থেকে খিদমত করতে থাকেন। এরপর তিনি লাজনাদের সাম্মানিক সদস্যা পদগ্রহণ করেন। যতদিন সেবারতা থেকেছেন ভারতের বিভিন্ন মজলিস পরিদর্শন করেছেন। তিনি মোট ছিচল্লিশ বছর সেবা করেছেন।

আল্লাহ্ তা'লা তাঁর পদমর্যাদা উন্নীত করুন আর তাঁর সন্তানদেরও তাঁর পুণ্যের ধারাকে অব্যাহত রাখার তৌফিক দান করুন। কাদিয়ানের মানুষদের যে ভালবাসা দিয়ে তিনি আগলে রেখেছিলেন, আল্লাহ্ তা'লা তাদের তৌফিক দান করুন তারা যেন পরস্পর সেই একই ভালবাসা সহকারে বাস করে।

সাহেবযাদা হযরত মির্যা ওয়াসিম আহমদ সাহেবের সহধর্মিণী এবং হযরত মীর মহম্মদ ইসমাঈল সাহেব (রা.) এর কন্যা হযরত আমাতুল কুদুস সাহেবার মৃত্যু সংবাদ ও তাঁর পুণ্যময় স্মৃতিচারণ।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে **প্রদত্ত** ১৫ই সেপ্টেম্বর , ২০২৩, **এর জুমুআর খুতবা (১৫তবুক ১৪০২ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন-

আল্লাহ্ তা'লার চিরাচরিত নিয়ম, পৃথিবীতে মানুষ আসার পর কিছুকাল অতিবাহিত করে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়। কিন্তু সেই সব মানুষ সৌভাগ্যবান যাদের কেবল পুণ্যের স্মৃতি অবশিষ্ট থেকে যায়, যারা মানুষের জন্য কল্যাণকারী হয়ে থাকে, যারা ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্যদানের ব্যবহারিক নমুনা রেখে যান,যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলের আদেশবালী মেনে চলার চেষ্টা করে, যারা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর বয়াতকে নিজেদের জীবনে স্বার্থক করে তোলার চেষ্টা করে, যারা খিলাফতে আহমদীয়ার সঙ্গে প্রকৃত বিশ্বস্ততা রক্ষাকারী হয়, যারা যথাসম্ভব হুকুকুল ইবাদ আদায়ের চেষ্টা করে, যারা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সর্বক্ষণ চেষ্টারত থাকে, যাদের জন্য প্রত্যেকের মুখ থেকে কেবল প্রশংসায় শোনা যায় আর এভাবে আঁ হযরত (সা.)-এর নির্দেশ অনুসারে তাঁদের উপর জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল জানায়েয, হাদীস-১৩৬৭)

এই মুহূর্তে আমি এমন এক সত্তার কথা উল্লেখ করতে যাচ্ছি যিনি আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অনুসারে নিজের জীবন অতিবাহিত করার চেষ্টা করেছেন। যাঁর কথা বলছি তিনি হলেন মাননীয়া আমাতুল কুদুস সাহেবার, যিনি হযরত ডক্টর মীর ইসমাঈল সাহেব (রা.) এর কন্যা এবং সাহেবযাদা মির্যা ওয়াসিম আহমদ সাহেব (মরহুম)-এর সহধর্মিণী ছিলেন।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর পুত্রবধু ছিলেন। তিনি কাদিয়ানে থাকতেন, কিন্তু কিছু সময় থেকে রাবোয়ায় তাঁর কন্যাদের থাকছিলেন। সেখানেই ৯৬ বছর বয়সে তিনি আল্লাহ্ তা'লার তকদীর অনুসারে ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ১/৯ অংশের ওসীয়্যত করেছিলেন। তাঁর জীবনের কিছু ঘটনাবলীর কথা উল্লেখ করব।

১৯৫১ সালের জলসা সালানার উদ্বোধনের সময় হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) হযরত মির্যা ওয়াসিম আহমদের সঙ্গে নিকাহ পড়ান এবং বলেন, আমি কিছু ঘটনার প্রেক্ষিতে জলসার পূর্বে দু'টি নিকাহর ঘোষণা করতে চাই। একটি নিকাহ তাঁর ছিল, অন্যটি হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.)-এর কন্যার ছিল। তিনি বলেন, আমি কেবল দু'টি নিকাহর ঘোষণা করব। কেননা আমি আগে ঘোষণা করলে অনেকগুলি নিকাহর আবেদন এসে যেত। কিন্তু তখন জলসার এই যে পরিবেশ তাতে যদি বেশি সংখ্যক আবেদন হয়, সেক্ষেত্রে বক্তৃতার সময়ও তাতে খরচ হয়। যাইহোক এই জলসায় তিনি (রা.) এই দু'টি নিকাহ পড়ান এবং তাদের পক্ষ থেকে উকিল নিযুক্ত হন তাঁর চাচাতো ভাই সৈয়্যদ দাউদ আহমদ সাহেব এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) এই নিকাহতে একথাও বলেছিলেন যে, সাধারণত আমি আমার মেয়েদের নিকাহ ওয়াকফীনে জিন্দগীদের সঙ্গেই পড়িয়ে থাকি। পীর মাইনুদ্দীন সাহেবের সঙ্গে আমাতুন নাসির সাহেবার নিকাহ হয়েছিল।

(খুতবাতে মাহমুদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৬৫০-৬৫১)

তাঁর যখন বিয়ে হয় হযরত ডক্টর মীর ইসমাইল সাহেব (রা.)-এর সহধর্মিণী আবেদনের প্রেক্ষিতে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) রুখসাতানার সময় কন্যাপক্ষের পক্ষ থেকে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

(রোজনামা আল ফযল, লাহোর, ২৬ শে অক্টোবর, ১৯৫২, পৃ:৩)

নিজের পুত্রের পক্ষ থেকে অংশগ্রহণ করেন নি, বরযাত্রী হিসেবে আসেন নি, বরং মেয়ের পক্ষ থেকে বিয়েতে অংশ নিয়েছিলেন।

আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে তিন কন্যা ও এক পুত্র দান করেছেন। আমাতুল আলীম সাহেবা তাঁর এক কন্যা যিনি বর্তমানে পাকিস্তানের সদর লাজনা হিসেবে সেবা করছেন। তিনি উকিলুল আলা তাহরীকে জাদীদ মনসুর আহমদ খান সাহেবের সহধর্মিণী। অন্য দুইজন কন্যার মধ্যে একজন আমাতুল করীম সাহেবা, যিনি ক্যাপ্টেন মাজিদ খান সাহেবের সহধর্মিণী । অপরজন হলেন, আতামুল রউফ সাহেবা, যিনি ডক্টর ইব্রাহিম মুনীব সাহেবের সহধর্মিণী। মির্যা তাঁদের পুত্র কলীম আহমদ সাহেব যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বিবাহ উপলক্ষ্যে এসেছিলেন। বিয়ের মাত্র কয়েকদিন অতিবাহিত হয়েছিল আর মির্যা ওয়াসীম আহমদ সাহেব তাঁর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রস্তুত করাচ্ছিলেন যেভাবে পাকিস্তান ও ভারতের মাঝে সম্পর্কে চাপান উতোর চলতে থাকে, সেই সময়ও দুদেশের সম্পর্কের মধ্যে উত্তেজনা তৈরী হয়। তখন হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) মির্যা ওয়াসীম আহমদ সাহেবকে বলেছিলেন, স্ত্রীর কাগজপত্র তৈরী হতে থাকবে, তুমি ওগুলো বাদ দাও। তুমি এখন কাদিয়ান ফিরে যাও। কেননা, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বংশধরদের মধ্য থেকে কোন সদস্য সেখানে থাকা উচিত। অবিলম্বে জাহাজের টিকিট বুক কর আর টিকিট না পেলেও তোমার অবিলম্বে সেখানে যাওয়া জরুরী, চার্টাড প্লেনে করে যেতে হলেও যাও। তিনি (রা.) বলেন, তুমি যদি সেখানে না যাও আর নিজের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন না কর, ত্যাগস্বীকার না কর, তবে লোকেরা কিভাবে ত্যাগ-স্বীকার করবে? এই আত্মত্যাগ একদিকে যেমন মির্যা ওয়াসীম আহমদ সাহেবের ছিল, তেমনি সাহেবজাদি আমাতুল কুদুস সাহেবারও ছিল।

কাগজ কবে তৈরী হবে তা কেউ জানত না। পরিস্থিতি প্রতিকুল আর তা আরও খারাপের দিকে না চলে যায়। কিন্তু যুগ খলীফার আদেশ ছিল, তাই অত্যন্ত খুশি মনে নিজের স্বামীকে বিদায় জানান এবং ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেন। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) যখন মিঞা ওয়াসীম আহমদ সাহেবকে বিদায় জানাতে লাহোর এয়ারপোর্ট আসেন, ডক্টর হাশমতুল্লাহ্ সাহেব বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত জাহাজ দৃষ্টির নাগালের বাইরে না চলে যায় হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়ে অনবরত জাহাজের দিয়ে তাকিয়ে থাকেন এবং দোয়া করতে থাকেন। এরপর বিয়ের এক বছর যখন কাগজপত্র তৈরী হল আর আমি কাদিয়ান যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে থাকলাম, তখন হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) আমাকে বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, উম্মে নাসের এর বাড়িতে থাকবে যেখানে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) অনেক বেশি সময় অতিবাহিত করেছেন আর এর প্রাঙ্গানে তিনি (আ.) দরসও দিয়েছেন।

(খুতবাতে মসরূর, ৫ম খণ্ড,পৃ: ১৮০,১৮১,১৮৪,১৮৫)

সাহেবজাদি আমাতুল কুদুস সাহেবা কাদিয়ান গিয়ে জামাতের মহিলাদের একত্রিত ও সংঘবদ্ধ করার এবং দরবেশদের স্ত্রী-সন্তানদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তাঁর কারণে সেখানকার মহিলারা দুশ্চিন্তামুক্ত হন। এ সম্পর্কে দরবেশদের স্ত্রী বা কন্যাদের পক্ষ থেকে আমি অজস্র চিঠি পেয়েছি। ৮৪ সালের ৪ঠা মে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) লন্ডন পৌঁছনোর পর প্রথম জুমার খুতবা প্রদান করেন এবং পৃথিবীর আহমদীদের হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর ভাষায় 'মান আনসারিউ ইলাল্লাহ্' বলে আহ্বান করেন এবং ইসলাম প্রসারের জন্য এক ব্যপক কর্মসূচির ঘোষণা করেন। (খুতবাতে তাহের, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৩২-২৩৩)

এবং তিনি একথাও বলেন যে, এই উদ্দেশ্যসমূহ পূর্ণ করার জন্য বড় বড় কমপ্লেক্সের প্রয়োজন। ইউরোপে দু'টি নতুন মরকয তৈরীর পকিল্পনা রয়েছে- একটি ইংল্যাণ্ডে এবং অপরটি জার্মানীতে। এর জন্য আল্লাহ্ তা'লা নিজ কৃপায় অর্থের জোগান দিবেন।

(খুতবাতে তাহের, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৬৪-২৬৬)

কাদিয়ানের লাজনারা আরও একবার প্রবল উচ্ছ্বাসে এই আহ্বানে সাড়া দেয় এবং সাহেবযাদি আমাতুল কুদুস সাহেবা, যিনি সদর লাজনা ভারত ছিলেন, তিনি তাঁর রিপোর্টে লেখেন, আল্লাহ্র কৃপায় লাজনা ইমাউল্লাহ্ ভারত হুযুরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এই তহরীকে অংশগ্রহণ করেছে এবং নিজেদের গয়না ও নগদ অর্থ, যার কাছে যা কিছু ছিল তা উপস্থাপন করেছে। তিনি নিজেও তাঁর সমস্ত গয়না দিয়ে দেন। লাজনা ভারতের পক্ষ থেকে কাদিয়ানের লাজনাদের ওয়াদা হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)-এর কাছে পাঠানো হয়। হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) ৮৪ সালের ১০ই আগস্ট তারিখের খুতবা জুমায় কাদিয়ানের লাজনাদের কথা উল্লেখ করে বলেন, 'কাদিয়ানের লাজনাদের সম্পর্কে আমি একটি রিপোর্ট পেয়েছি, যার আমি প্রতীক্ষা করছিলাম। কেননা যখন তাহরীকে জাদীদের কুরবানীর সূচনা হয়েছিল,তখন কাদিয়ানের মহিলারা অসাধারণ কুরবানী প্রদর্শনের তৌফিক লাভ করেছিল। এখন খুব স্বল্প সংখ্যক মহিলা সেখানে রয়ে গেছে, কিন্তু যারাই আছেন, আমি তাদের সংবাদ পাওয়ার জন্য অপেক্ষায় ছিলাম । কেননা, কুরবানী ময়দানে অগ্রণী হয়ে থাকার অধিকার তাদেরই আর কাদিয়ানের নাম যেভাবে সে যুগের মহিলারা উঁচু করেছিল, আজও সেভাবে উঁচু করলে আলহামদোলিল্লাহ। তাদের রিপোর্টও আমি পেয়ে গেছি। সদর লাজনা ইমাল্লাহ্ ভারত আমাকে জানিয়েছেন যে, আমি নতুন মরকযের জন্য কাদিয়ানের লাজনা এবং নাসেরাতদের ওয়াদা ১৬ই জুলাই হুযুরের নিকট লিখে পাঠিয়েছি। হুযুরের খুতবাসমূহ এখানকার মহিলাদের মধ্যে এক প্রকার ব্যকুলতা সৃষ্টি করেছে আর কেবল খোদার কৃপায় যা কিছু তাদের কিছু ছিল তা তারা পেশ করেছে। কিন্তু তাদের পিপাসা এখন নির্বাপিত হয় নি। এমন তীব্র ব্যকুলতা এখনও রয়েছে যে, তাদের কাছে আরও সম্পদ থাকলে সেগুলোও খোদার কাজের জন্য উপস্থাপন করে দিত।

(খুতবাতে তাহের, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৩৩)

এই চিঠিটি সাহেবযাদি আমাতুল কুদুস সাহেবা লিখেছিলেন খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) কে। ১৯৯১ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ যখন ভারতে আসেন এবং কাদিয়ানে পদার্পণ করেন,তখন তিনি বলেন, খোদার কৃপায় ভারতের লাজনাদের মধ্য থেকে সকলের বিষয়ে আমি বলতে পারব না, কিন্তু কাদিয়ানের লাজনাদের বিষয়ে বলতে পারি যে, আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রে তার অনন্য দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছে। কাদিয়ানের জামাত অত্যন্ত দরিদ্র এক জামাত, কিন্তু আমি সব সময় দেখেছি, যখনই কোন চাঁদার আহ্বান করা হয়, এখানকারা মহিলা ও বালিকারা এমন উদ্দীপনা সহকারে তাতে অংশগ্রহণ করে যে, অনেক সময় আমার মন চায়, তাদেরকে বাধা দিই, এই বলে যে, এর থেকে বেশি তোমাদের সামর্থ্য নেই। আর সত্যি বলতে কি আনন্দিত হওয়ার পাশাপাশি আমি তাদের জন্য উদ্বিগ্নও হই। কিন্তু পরে আমি চিন্তা করি যে, যাঁর কারণে তারা কুরবানী করেছে,তিনিই জানেন কিভাবে তাদেরকে অধিক হারে দান করতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা নিজেই নিজ কৃপাগুণে তাদের ভবিষ্যতকে ইহকালর ও পরকালের সম্পদে ভরিয়ে দিবেন।

এরপর তিনি বলেন, একবার যখন আমি মরকযের জন্য আহ্বান জানাই, তখন ছোট ছোট আহমদী মেয়েরা নিজেদের লক্ষীর ভাঁড় ভেঙ্গে ফেলে এবং যে সামান্য টাকা তাতে সঞ্চয় করে রেখেছিল সেগুলো ধর্মের খাতিরে দান করে দেয়। অতঃপর তিনি বলেন, আমাদের 'রব'-ও কত হিতৈষী ও কত সুমহান; অনেক সময় ভালবাসা ও উদ্দীপনা ছাড়া তাঁর চরণে নিবেদন করলেও তিনি তা গ্রহণ করেন না আবার ছুড়েও ফেলেন নাড়, সেগুলোর কোন মূল্য নেই। কিন্তু যখন একজন দরিদ্র ব্যক্তি নিষ্ঠা ও ভালবাসা সহকারে নিজের সঞ্চিত অর্থ তাঁর দরবারে উপস্থাপন করে, তখন তিনি তা ভালবাসা সহকারে গ্রহণ করেন। যেভাবে আপনারা নিজেদের প্রিয়জন ও ভালবাসার পাত্রদের কাছ থেকে উপহার গ্রহণ করেন, সেটিকে চুম্বন করেন; তেমনি খোদার চুম্বন করার কিছু পন্থা রয়েছে। আর আমি জানি এবং বিশ্বাস করি যে, সেই অর্থে খোদা তা'লা এই সামান্য টাকাকে নিশ্চয় চুম্বন করেছেন।

(হাওয়া কি বেটিয়াঁ, পৃ: ৮৭-৮৮, জলসা সালানা কাদিয়ানে প্রদত্ত মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, ১৭ ডিসেম্বর, ১৯৯১) একথা তিনি সেখানে জলসায় লাজনাদের উদ্দেশ্যে ভাষণে বলেছিলেন। তারই একটি উদ্ধৃতি।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) তাঁকে কাদিয়ানে পাঠানোর সময় এই উপদেশ দান করেন যে, লাজনার জামাতগুলিকে সংঘবদ্ধ করতে হবে। তিনি সেখানে যাওয়া মাত্রই কাদিয়ানের জেনারেল সেক্রেটারী পদ গ্রহণ করেন। এরপর ১৯৫৫ সালে স্থানীয় সদর লাজনা পদ গ্রহণ করেন। এরপর সদর লাজনা ভারত নির্বাচিত হন। ১৯৫৯ সালে স্থানীয় সদর লাজনার জন্য অন্য কারোর নির্বাচন হয় এবং তিনি সদর লাজনা ভারত হিসেবে কাজ করতে থাকেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত এই পদে থেকে খিদমত করতে থাকেন। এরপর তিনি লাজনাদের সাম্মানিক সদস্যা পদ গ্রহণ করেন। যতদিন সেবারতা থেকেছেন ভারতের বিভিন্ন মজলিস পরিদর্শন করেছেন। তিনি মোট ছিচল্লিশ বছর সেবা করেছেন। লাজনাদের কাজ সুসংহত করার জন্য শুরুর দিকে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। চিঠি লিখতেন কিন্তু সেগুলির উত্তর আসত না। এরপর সাহেবযাদা মির্যা ওয়াসিম আহমদ সাহেবের নামে একটি ঠিকানা দেওয়া হয়। এইভাবে ধীরে ধীরে তিনি জামাতগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করতে শুরু করেন। ভারতে একাধিক স্থানীয় ভাষা রয়েছে। আরও একটা সমস্যা যেটা হত সেটা এই যে, স্থানীয় ভাষয় চিঠি আসত। মুয়াল্লিমদের দ্বারা সেগুলির অনুবাদ করানো হত। এরপর ধীরে ধীরে হযরত মির্যা ওয়াসিম আহমদ সাহেবের সঙ্গে মিলে বাইরের জামতগুলিও পরিদর্শন করতে শুরু করেন। দেশ বিভাজনের সময় যে সব জামাতগুলির অনেক বেশি সাহায্যের প্রয়োজন ছিল, সংঘবদ্ধ করার প্রয়োজন ছিল, এইভাবে তিনি সেগুলিকে সংঘবদ্ধ করেন।

অনুরূপভাবে তাঁর কন্যা আমাতুল আলীম লেখেন, তিনি চতুর্থ খলীফার যুগে ভারত থেকে আসা দোয়ার চিঠিগুলি সারাংশ তৈরী করার জন্য দল গঠন করেন আর হুযুরকে সেগুলোর সারাংশ পাঠানো হত। তাঁর এই কাজে খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) অত্যন্ত প্রীত হন। তিনি কুরআন করীমের অনেক সেবা করেছেন। কাদিয়ানের ২৫০ জনেরও বেশি মেয়েকে কুরআন পড়িয়েছেন এবং শিখিয়েছেন। স্কুলের মেয়েরা কুরআন পড়ার জন্য সকাল সকাল এসে যেত, এছাড়া দুপুরেও বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে আসত। ভারতে যে সব মেয়েরা এফ.এ কিম্বা এফ.এস.সি পাস করেছিল তারা ছুটিতে তিন মাস পর্যন্ত কাদিয়ানে থাকত। তাঁর মেয়ে বলেন, আমার মা তাদেরকে সকাল, দুপুর এবং বিকেলে কুরআন পড়াতেন।

লাজনাদেরকে তিনি অত্যন্ত সুসংঘবদ্ধ করে তোলেন। অনেক পরিশ্রম করে তিনি তাদেরকে কাজ শেখান। ঘটনার আকারে খিলাফতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের উপদেশ দিতেন আর যখন তিনি ঘটনা বর্ণনা করতেন তখন ছোট ছোট মেয়ে ও মহিলাদের খলীফার সঙ্গে সম্পর্ক বৃদ্ধি পেত। তাঁর এক অসাধারণ গুণ ছিল আতিথেয়তা। তাঁর মেয়ে বলেন, তিনি সব সময় আমার আব্বার সঙ্গ দিয়েছেন। সংসারে ভীষণ অসচ্ছলতা ছিল। দুপুরে কেবল মুগের ডাল রান্না হত আর দুধ ও দইয়ের জন্য আব্বা একটি মোষ পুষেছিলেন। কোন অতিথি এলে যা কিছু খাওয়ার জন্য থাকত, যা কিছু রান্না করা থাকত নিঃসংকোচে তাদের সামনে পরিবেশ করতেন। অতিথিরা এলে আবহাওয়া অনুযায়ী শরবত কিম্বা চা পরিবেশন করতেন। পরবর্তীতে সংসারে সচ্ছলতা এলে সেই হিসেবে খাবার দিতেন। আর লোকেরা নিজেদের বাড়ি মনে করে তাঁর কাছে আসতেন। তিনি একজন আদর্শ স্ত্রী হিসেবে সব সময় তাঁর সঙ্গ দিয়েছেন এবং বিপদের সময় পাশে থেকেছেন। কখনও কোন কিছুর বায়না করেন নি। যা কিছু তিনি তাঁর স্বামী মিঞা ওয়াসিম আহমদ সাহেবের কাছ থেকে সংসার খরচ হিসেবে পেয়েছেন, সানন্দে তা দিয়ে চালিয়ে নিয়েছেন আর আল্লাহ্ তা'লা অসাধারণ বরকতও তার মধ্যে দান করতেন। পরিচ্ছন্নতা প্রিয় এবং শিষ্টাচারিনী ছিলেন। তাঁর মেয়ে বলেন, মির্যা ওয়াসিম আহমদ সাহেবের যখন মৃত্যু হয়,তখন তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, তিনি যেন শেষ সফরে বেরিয়েছেন, তিনিও প্রস্তুতি নিচ্ছেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ তাঁর স্বপ্নে এসে বলছেন, তোমার ভিসা এখনও পাওয়া যায় নি। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এই স্বপ্নের পরও তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করেন।

২০০৭ সালে মির্যা ওয়াসিম আহমদ যখন অসুস্থ হন এবং আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে আরোগ্য দান করার পর তিনি হায়দরাবাদ জামাত পরিদর্শনের পরিকল্পনা করেন এবং স্ত্রীকেও সঙ্গে নিয়ে যান। সেখানেই আমাতুল কুদুস সাহেবা একটি স্বপ্ন দেখেন। ভীতিপ্রদ স্বপ্ন ছি ল সেটি। মির্যা ওয়াসিম আহমদ সাহেবের শেষ সময় এসে গেছে বলে তিনি ভয় পেয়ে যান। সেই সময় তিনি সুস্থ সবল ছিলেন। কিন্তু যাইহোক তিনি কাদিয়ান ফিরে যাওয়ার জন্য পীড়াপিড়ী করেন। কাদিয়ান এসেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন আর এই অবস্থাতেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

শেষ বয়সে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে যায় আর শ্রবণযন্ত্রের সাহায্যে শুনতে পেতেন, কিন্তু শ্রবণশক্তিও হারিয়ে যায়। তবু তিনি আনন্দ সহকারে জীবন অতিবাহিত করেছেন, কখনও অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন নি। যখন তাঁর কাছে কুশল সংবাদ জানতে চাওয়া হয়েছে, সব সময় আলহামদো লিল্লাহই বলতেন। মরকযের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁর কাছে যা কিছু গয়না কড়ি ছিল সব তৎক্ষণাৎ দিয়ে দিয়েছেন। যেমনটি আমি ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি। যুগ খলীফার পক্ষ থেকে কোন বিষয়ে আহ্বান করা হলে সর্বপ্রথম চাঁদা মির্যা ওয়াসিম আহমদ সাহেব ও তাঁর স্ত্রীর পক্ষ থেকে আসত। তাঁর মেয়ে বলেন, কুরআন পড়ার সময় কোন সময় আমরা যদি ভুল করতাম আর তিনি অন্য কক্ষে থাকতেন, তবে তিনি সেখান থেকেই ভুল শুধরে দিতেন। মনে হত যেন পুরো কুরআন তাঁর মুখস্ত। অথচ তিনি হাফিজ ছিলেন না। কিন্তু প্রচুর তিলাওয়াত করার কারণে তাঁর মনে থাকত। মির্যা ওয়াসিম আহমদ সাহেব যখন এতেকাফে বসেন, তাঁকে খাবার পাঠাতেন আর সেই সঙ্গে এতেকাফে বসা অন্যান্য দরিদ্রদেরকেও খাবার পাঠাতেন। অনুরূপভাবে বোডিংয়ে থাকা ছেলেদের জন্য এবং মুয়াল্লিমদের জন্যও খাবার পাঠাতেন। অনুরূপভাবে দরিদ্রদের প্রতি এত যত্নবান ছিলেন যে, তিনি অসুস্থ হলেও, যে কোন সুখ-দুঃখে অবশ্যই তাদের কাছে যেতেন। কাদিয়ানে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের বাস ছিল, তাদের মেয়েদের সেলাই শেখাতেন, পুতুল বানিয়ে দিতেন। এক সঙ্গে মিলেমিশে থাকার একটা সংস্কৃতি তিনি তৈরী করেছিলেন। ২০০৫ সালে লাজনারা রাবোয়ায় সারায়ে মসরূর তৈরী করে, বেশ সুন্দর ও বিশাল ভবন, সেখানে তিনি নিজের পক্ষ থেকে না দিয়ে নিজের স্বামীর পক্ষ থেকে এক লক্ষ টাকা চাঁদা দেন।

এরপর বলেন, দেশ বিভাজনের পর লাহোরের রতন বাগ এবং রাবোয়ার মাটির বাড়িতে হযরত আম্মা জান (রা.) কে কুরআন করীম শোনাতেন। আম্মাজান কারো না কারো কাছ থেকে মালফুযাতও শুনতেন। এটাও শোনানোর সুযোগ তিনি পেয়েছেন।

তাঁর ছোট মেয়ে আমাতুর রউফ বলেন, বায়তুর রিয়াজত এ শাহ জি এবং লাল ছিঁটেযুক্ত কামরায় আতার দ্বীন সাহেব এবং হযরত আম্মাজান (রা.)-এর বড় কামরায় হাফিজ সাহেব অবস্থান করছিলেন। এরা তিনজন ছিলেন। পরে ভাই আব্দুর রহীম সাহেবও এখানে থাকতেন। তিনি বলেন, যা কিছু বাড়িতে রান্না হত তাদের সকলের জন্য পাঠানো হত। আর বায়তুদ দোয়ার সময়, সেখানে মেয়েদের জন্য আসার যে সময় ছিল, তার পরে মেয়েরা নিজেদের বাড়ি চলে যেত। যখন মির্যা ওয়াসিম আহমদ সাহেবের মৃত্যু হল আর ইনাম গৌরী সাহেব নাযের আলা পদ গ্রহণ করেন, তখন আমার মা তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করেন এবং প্রতিটি কাজের জন্য সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি মেনে আবেদন করতেন। তিনি নিজের ওসীয়তের চাঁা এবং হিস্সা জায়েদাদ জীবদ্দশাতেই দিয়ে দিয়েছিলেন। অনুরূপভাবে তিনি তাহরীকে জাদীদের দফতর আওয়াল-এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এছাড়া তিনি নিজের ছেলেমেয়েদের উপদেশ দিতেন, নামায প্রথম সময়ে পড়ে নিও, কেননা সর্বপ্রথম হিসাব নামাযের বিষয়ে নেওয়া হবে। যদি এই হিসাবটি পরিস্কার থাকে তবে সব কিছু পরিস্কার।

তিনি বলেন, অনবরত বেশ কয়েকটি মেয়ের প্রতিপালনের দায়িত্ব তিনি নিয়েছিলেন। তিনি তাদের সুষ্ঠভাবে প্রতিপালন করেছেন এবং সুশিক্ষিত করেছেন, তাদেরকে কুরআন করীম পড়া শিখিয়েছেন, অনুবাদ শিখিয়েছেন এবং এরপর তাদের বিয়েও দিয়েছেন। বিহারের রাঁচি থেকে এক ব্যক্তি নিজের মেয়ের সঙ্গে আহমদী হন। তিনি বয়োঃবৃদ্ধ ছিলেন। তাঁর মেয়েকে আমার মায়ের কাছে নিয়ে এসে বলেন, জানি না আর কদিন বেঁচে থাকব। আমি মারা গেলে এর ভাইয়েরা একে মেরে ফেলবে। তাই আপনি একে আপনার কাছে রেখে দিন। সেই সময় মেয়েটির বয়স প্রায় পঁচিশ বছর ছিল। আমার মা সেই বয়সে তাকে কুরআন পড়া শেখান এবং অনুবাদও পড়ান।অথচ সেই মেয়েটি ভাষাও জানত না, অশিক্ষিত ছিল। পরবর্তীতে তার বিয়ে দিয়ে দেন।

দরবেশির যুগে আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। কোন দরবেশের মেয়ের বিয়ে হলে তাকে নিজের গয়নাগুলি দিয়ে আসতেন আর বলতেন, যতদিন তোমার মন চায় পরে থাক, পরে সেগুলি ফেরত দিয়ে দিও। এরপর অন্য কোন দরবেশের মেয়ের বিয়ে হলে সেগুলি তাকে দিয়ে দেওয়া হত। এইভাবে অনেক মেয়ে তাঁর গয়না দ্বারা উপকৃত হয়েছে। কেননা, শুরুর দিকে দরবেশদের অবস্থা খুব একটা ভাল ছিল না। কিন্তু যখন তাদের সন্তানেরা বাইরে বের হল, তার অর্থ আসতে শুরু করে। ছেলেরা বড় হয়ে উপার্জন করতে থাকে। সেই সময় তাদের হাতে কিছু টাকা সঞ্চিত হতে থাকে। সেই সময় তারা নিজেদের বাড়িকে অসুরক্ষিত মনে করার কারণে নিজেদের অর্থ কড়ি তাঁর কাছে আমানত হিসেবে রেখে দিতেন। তিনি বলেন, আমাদের মা আলমারিতে সমস্ত আমানত রেখে দিতেন। কারো গয়না, কারো টাকা বা অন্য কিছু, এরকম অজস্র আমানত আমি দেখেছি। আর যারা আমানত ফেরত নিতে আসত, তখন মা আমাকে বলতেন, আলমারির অমুক জায়গা থেকে বের করে নিয়ে এস। যাকে আমানত ফিরিয়ে দিতাম, তাকে বলতাম আমার সামনে খুলে দেখ তোমার সব কিছু পুরোপুরি আছে কি না। যখন তারা বলত যে সব কিছু পুরোপুরি আছে, তখন তিনি আশ্বস্ত হতেন। যাইহোক সেই যুগে দারিদ্র ছিল। কিন্তু সমস্ত দরবেশসম্ভ্রান্ত পরিবারের ছিলেন। তাঁর চেষ্টা ছিল মেয়েরা প্রাথমিক শিক্ষার্জনের পরে উচ্চ শিক্ষায় গেলে ভাল, অন্যথায় তাদেরকে দপ্তরের কাজে ডেকে নিতেন, লাজনাদের কাজ করাতেন, অযথা বসে থাকতে দিতেন না। যতদিন বিয়ে না হয় লাজনার কাজ করতে দিতেন। তাছাড়া যথারীতি কোন অফিস তো ছিল না, বাড়িতেই ছোট্ট একটি অফিস বানিয়ে নিয়েছিলেন আর সেখানেই স্কুলের কাজও হত। খুব ভিড় হত কিন্তু হাসিমুখে সমস্ত কাজ করে যেতেন। যে সমস্ত মেয়েরা কাজের জন্য আসত তাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থাও করতেন। খাওয়ার সময় হলে যদি খাবার না থাকত তবে তিনি চা বা অন্য কোন ধরণে টিফিনের ব্যবস্থা করে দিতেন। অনুরূপভাবে সেই সব মেয়েদেরকে শেখাতেন যে কিভাবে খাওয়ার টেবিল সাজাতে হয়। কাউকে বলতেন আজ এটা শিখে নাও, কেননা যখন তোমার ভাল পরিবারে বিয়ে হবে তখন পাছে তোমাকে মুর্খ না বলে। তিনি মেয়েদের নিয়ে এভাবে

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

দোয়ার জন্য হৃদয় যখন বেদনায় পূর্ণ হয়ে যায় এবং সকল আবরণকে বিদীর্ণ করে ফেলে, সেই সময় বুঝে যাওয়া উচিত যে দোয়া কবুল হয়েছে। এটি মহান নাম। **(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১০০)**

দোয়াপ্রার্থী: **Pervez Hossain Sb, Bolpur, Birbhum**

চিন্তা করতেন আর অনেক মেয়ের যখন ভাল পরিবারে বিয়ে হয়েছে তাঁর তরবীয়তের কারণে কোন তাদেরকে কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় নি। অনেক মেয়ে একথার উল্লেখ করেছে যে তারা কিভাবে তাঁর থেকে তরবীয়তপ্রাপ্ত হয়েছে এবং সেই কারণে শ্বশুরবাড়িতে মানিয়ে নিতে কোন সমস্যা হয় নি।

ঈদের দিন দরবেশদের বিধবাদের বাড়িতে ঈদের উপহার দিতে নিজে যেতেন। মির্যা ওয়াসিম আহমদ সাহেবও সঙ্গে থাকতেন। তিনি কখনও সঙ্গে না গেলে একাকী চলে যেতেন। কেউ একজন তাঁর সামনে একথার উল্লেখ করেন যে, অমুক ব্যক্তি রাবোয়ার বিরাট বিলাসবহুল বাড়ি তৈরী করেছে। তিনি বলেন, একথা শুনে আমার তাকে বলেন, আমি আল্লাহ্‌র সঙ্গে একটি কথা বলেছি যে, আমি কাদিয়ানে এই আশিসপূর্ণ বাড়ি পেয়েছি। অর্থাৎ এখানে থাকার সৌভাগ্য লাভ করেছি। আর এখানে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) এর পুত্রবধু হয়ে এসেছি। আমার জন্য এটাই অনেক। তবে জান্নাতে অবশ্যই একটি আলিশান ঘর দান করো।

এটাই হলো মোমেনসুলভ মর্যাদা এবং জগত বিমুখতা।

হযরত মীর মহম্মদ ইসমাঈল সাহেব (রা.) সম্পর্কে তিনি লেখেন, আমি যেহেতু শৈশব থেকেই কিছুটা পরিচ্ছন্নতা প্রিয় ছিলাম,তাই মীর সাহেব নিজের কামরাটি পরিস্কার করার অনুমতি কাউকে দিতেন না, শুধু আমি যেতাম কেননা, তাঁর জিনিসপত্র যেখানে পড়ে থাকত- নোটবুক, বই, কাগজপত্র ইত্যাদি যেখানে পড়ে থাকত পরিস্কার করার যথাস্থানে রেখে দিতাম। তাই তিনি বলতেন, আমাতুল কুদুস ছাড়া আমার ঘরে কেউ আসবে না।

কিছু কিছু মেয়ে আব্দুর রহমান জাট সাহেবের কাছ থেকেও কুরআন করীম পড়ত। আর যে সব মেয়েরা দশম শ্রেণীর পরীক্ষা দিত, তাদেরকে তিনি জিজ্ঞাসা করতেন যে, তারা কুরআন করীমের অনুবাদ পড়তে শুরু করেছে কি না। যে সব মেয়েরা দশম শ্রেণীর পরীক্ষায় পাস করে বের হত, তারা আমার মায়ের কাছে এসে অনুবাদ পড়ত। একসাথে তিনটি করে ক্লাস চলত আর তিন বছরের মধ্যে পুরো কুরআন করীম অনুবাদ পড়িয়ে দিতেন। এর পাশাপাশি আরবি ব্যকরণও শেখানো হত। অনেকে লিখেছেন যে, তাদেরকে ফিকাহও পড়ানো হত।

একথা অবশ্যই বলা হত যে, কুরআন করীম পূর্ণ করবে।একটা একাগ্রতা ছিল যে, কোন মেয়ে যেন এমন না থাকে যে আমার কাছ থেকে কুরআন করীম শেষ করে নি। তাহাজ্জুদের নামাযের প্রতি বিশেষ যত্নবান ছিলেন। শেষবারে যখন তিনি খুব বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েন, তখনও একথা মাথায় থাকত যে, তাহাজ্জুদের জন্য আমাকে জাগাতে হবে। যতদিন রোযা রাখার শক্তি ছিল রোযা রেখেছেন। তারাবীহর নামাযের জন্য নিয়মিত মসজিদে আসতেন। কাদিয়ানে অন্যান্য দিনে বাড়িতে নামায পড়তেন। কিন্তু রমযান মাকে বিশেষ করে নামাযের জন্য মসজিদে আসতেন।

খিলাফতের প্রতি অফুরন্ত ভালবাসা ছিল। যুগ খলীফাকে চিঠি লিখতেন। তাঁর মেয়ে বলেন, চিঠির উত্তরে যদি কোন সন্তুষ্টি প্রকাশের কথা থাকত, তবে তিনি তা অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে আমাদেরকে বলতেন যে দেখ এই বিষয়ে সন্তুষ্টি ব্যক্ত করা হয়েছে।

১৯৯১ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) যখন (ভারত) সফরে আসেন, তখন তিনি নিজের হাতে সমস্ত ঘর পরিস্কার করেন এবং সুব্যবস্থিত করে তোলেন। অনুরূপভাবে ২০০৫ সালে যখন আমি (ভারত) সফরে যাই, তখনও তিনি নিজের হাতে আমাদের জন্য ঘর সাজান, খাট সেট করেন, বিছানা প্রস্তুত করেন এবং এক নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সাথে সমস্ত কাজ সম্পন্ন করেন। অনুরূপভাবে আমি তাঁকে জানিয়েছিলাম যে, আমাদের জন্য পৃথকভাবে খাবার তৈরী হবে। কিন্তু তিনি পীড়াপীড়ি করতে থাকেন যে, তাঁর পক্ষ থেকে এক বেলার খাবার প্রতিদিন আসবে। আর সত্যিই একটি ডিশ প্রতিদিন পাঠিয়ে দিতেন এবং খুব যত্ন সহহারে তা প্রস্তুত রান্না করতেন। তিনি বলেন, আমার মৃত্যুর পর আমার মা নামায পড়ছিলেন আর কাঁদছিলেন। সেই সঙ্গে তিনি সেই বাক্যের পুনরাবৃত্তি করছিলেন যা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মৃত্যুর পর হযরত আম্মা জান (রা.) এর মুখ থেকে নিঃসৃত হত- হে খোদা! এ তো আমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে,তুমি আমাকে নিঃসঙ্গ ত্যাগ করো না। তিনি বলেন, আমি প্রত্যক্ষ করেছি আর এটা আমার বিশ্বাস যে, দোয়া কবুল হয়েছে। কেননা এরপর আমরা ভিসা পেয়ে যাই। মেয়েরা যেহেতু বিয়ের পর সকলে পাকিস্তানে চলে এসেছিল। তারা সকলে মাল্টিপল ভিসা পেয়ে যায়। আর যাতায়াত শুরু হয় আর তিনি আর নিঃসঙ্গতা অনুভব করেন নি। মেয়েরা তাঁর কাছে চলে আসত।

তাঁর ছেলে বলেন, অধিকাংশ অতিথিরা দারুল মসীহতে থাকতেন আর আমাদের মা ১১-১২ বছরের মেয়েদেরকে নিজে প্রশিক্ষন দিতেন যে কিভাবে গরম পানি কামরায় পৌঁছে দিতে হয়। অতিথিদের প্রয়োজনের বিসয়ে সবসময় সজাগ থাকতেন। অনুরূপভাবে সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে যখন মিঞা ওয়াসিম আহমদ সাহেবের যখন সম্পর্ক ছিল, তখন তিনি সেই কর্মকর্তাদের স্ত্রীদেরকে জামাত সম্পর্কে পরিচয় করিয়ে দিতেন। তাদের সঙ্গে পরবর্তীকালেও এই সম্পর্ক অটুট থাকে।

সতনাম সিং বাজওয়া সেখানকার একজন বিশিষ্ট রাজনীতিক ছিলেন। দেশ বিভাজনের সময় তিনি পাকিস্তান থেকে ভারতে চলে আসেন। বর্তমানে যে প্রতাপ সিং বাজওয়া আছেন, তিনি তাঁর পিতা ছিলেন। বর্তমানে তিনি একজন সাংসদ। তাঁর স্ত্রীও আমাদের বাড়িতে প্রায়শই আসা যাওয়া করতেন। তিনি নিজের আমানতও আমার মায়ের কাছে রেখে দিতেন। একবার তিনি একটি আমানত রেখে দেন এবং সাহেবযাদি আমাতুল কুদুসকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কি এটা খুলে দেখেছেন?তিনি উত্তর দেন, এটা আমানত, আমি কিভাবে খুলতে পারি? আপনি নিজেই দেখে নিন ঠিক আছে কি না।

দরিদ্রদের প্রতি ভীষণ যত্নবান ছিলেন।

একবার উড়িষ্যার কোনও এক গ্রাম পরিদর্শনে যান। সেখানে লোককে দেওয়ার মত কিছুই ছিল না। তিনি বলেন, আমরা ভাইবোনেরা সকলে সঙ্গে গিয়েছিলাম। তিনি আমাদের কাপড়গুলি তাদেরকে পরার জন্য দিয়ে দেন । কেননা, তারা ভীষণ অভাব পীড়িত এবং দারিদ্র জর্জরিত ছিল। তিনি বলেন, আমাদের মা যে কুরআন থেকে মেয়েদেরকে নাজেরা ও অনুবাদ পড়াতেন সেটি হযরত মীর মহম্দ ইসহাক সাহেবের অনুবাদ ছিল আর সেটি হযরত আম্মাজান (রা.) তাঁকে উপহার হিসেবে দিয়েছিলেন।

তাঁর জামাতা ইব্রাহিম মুনীব সাহেব লেখেন, মিঞা ওয়াসিম আহমদ সাহেবের মৃত্যুর পর দশ বছর পর্যন্ত তিনি কাদিয়ানে থাকেন। গুরুতর অসুস্থ হলে তাঁর মেয়েরা তাঁকে রাবোয়া নিয়ে আসেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ভিসার মেয়াদও বাড়ানো হতে থাকে।কিন্তু সব সময় বলতেন, কাদিয়ানের বাইরে দীর্ঘ সময় থাকব না আর যতক্ষণ পর্যন্ত না যুগ খলীফার অনুমতি আসে, ততদিন আমি এখানে কয়েক মাসের বেশি থাকব না। যাইহোক তিনি আমাকে লেখেন। আমি তাঁকে লিখে জানাই, আপনার যতদিন ইচ্ছে হয় থাকুন। পাসপোর্ট ও ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করানো গেলে তার ব্যবস্থা করুন। এরপর তিনি কিছু সময় সেখানে অতিবাহিত করেন।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) তাঁকে কাদিয়ান যাওয়ার সময় একথাও বলেছিলেন যে, কাদিয়ানে হিন্দু বাজারে যাবে না, কেননা, সেখানকার লোকেরা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)কে গালি দিয়েছে। তিনি হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর কথা এমন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মেনে চলেন যে, পরবর্তীকালে পরিস্থিতি বদলে যায়, লোকেরা ভদ্র আচরণ করা শুরু করে, জলসায় অনেকে সেখানে যেত, আহমদীরাও যেত, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বংশের লোকেরাও সেখানে যেতেন- কিন্তু তিনি সত্তর বছর পর্যন্ত কাদিয়ানের বাজারে যান নি। অমৃতসরে গিয়ে কেনাকাটা করতেন।

তাঁর দৌহিত্রি লেখেন, কাদিয়ানের কচিকাচারা তাঁকে নানি আম্মা বলে ডাকত আর প্রত্যেকের প্রতি নানির মত স্নেহ ও ভালবাসাপূর্ণ আচরণ করেছেন। তাঁর দৌহিত্রি লেখেন, একবার তিনি দুর্বলতার কারণে বিশ্রাম করছিলেন। বিকেলের দিকে দূরের কোন জামাত থেকে কয়েকজন মহিলা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আসেন। কোন বড় ঘরে তিনি ছিলেন, আমি বলে দিলাম,নানি এখন বিশ্রাম নিচ্ছেন। তারা দোয়ার বিষয়ে একটি চিঠি দিয়ে চলে যায়। নানি ঘুম থেকে উঠলে আমি তাঁকে বলি, দুইজন মহিলা এসেছিলেন। আমার কথা শুনে তৎক্ষণাৎ চিঠিটি পড়ে দোয়া করেন। এরপর ফোন করে কাউকে নির্দেশ দেন যে, যা কিছু তারা চিঠিতে লিখেছেন তা যেন বাস্তবায়িত করাহয়। এরপর আমাকে তিনি বোঝান যে, লোকেরা অনেক দূর থেকে ভালবাসা নিয়ে তোমার নানার কাছে আসতেন,তিনি তাদেরকে এমনি যেতে দিতেন না। তাই তুমিও অতিথিদের সম্মান দিয়ে বসতে দিবে। আমাকে জানাতে। নানির বোঝানোর পদ্ধতি ভীষণ সুন্দর ছিল যা আজও আমার মনে গেঁথে রয়েছে।

যুগ ইমামের বাণী

ইসলামের সুরক্ষা এবং সত্যের উদ্ঘাটনের জন্য সর্বপ্রথম তোমরা প্রকৃত মুসলমানের নমুনা হয়ে দেখাও।

(মালফুযাত , ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৫)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

যুগ ইমামের বাণী

যাঁর আশিস ও কল্যাণের ধারা সদা প্রবাহমান, তিনিই হলেন জীবিত নবী। (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬২৯)

দোয়াপ্রার্থী: Qazi Abdur Rashid, Basantapur, 24 PGS (S)

তাঁর দৌহিত্র সৈয়্যদ হাশির বলেন, আমি তাঁকে বলি, আমি মুরুব্বী হচ্ছি,আমাকে কোন নসীহত করুন। জামেয়া কানাডায় পাঠরত রয়েছে।তিনি বলেন, নসীহত তো যুগ খলীফার কাছ থেকে শুনছ। নসীহত করার প্রয়োজন নেই। তাঁর কথাগুলি মন দিয়ে শোন এবং আমল কর। এরপর আমাকে বলেন, رَبِّ كُلُّ شَيْءٍ خَادِمُكَ رَبِّ فَاحْفَظْنِيْ وَانْصُرْنِيْ وَارْحَمْنِيْ দোয়াটি পড়তে থাকবে। এছাড়া ফোনে কেবল এই উপদেশ দিতেন নিজের ওয়াকফ এর অঙ্গীকার পূর্ণ করবে এবং খিলাফতের সাহায্যকারীদের মধ্যে সবার থেকে এগিয়ে থাকবে।

অনেক অমুসলিম জানাযায় অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁর বিষয়ে অত্যন্ত ভক্তি ও ভালবাসার কথা উল্লেখ করেছেন, যাদের মধ্যে সাবেক এসেম্বলী মেম্বর ফতেহ জঙ্গ সিংও ছিলেন। তিনিও তাঁর কথা উল্লেখ করে বলেন, আমাদের শৈশব তাঁর হাতে তাঁর বাড়িতে অতিবাহিত হয়েছে। মৃতদেহ আনার জন্য তিনি ওয়াঘা সীমান্তেও গিয়েছিলেন। তিনি বলেন, আমি যেন আমার মাকেই দ্বিতীয়বার দফন করলাম। আমরা ছোট ছিলাম আর তাঁর বাড়িতে আসা যাওয়া করতাম আর তিনি আমাদের খাওয়াতেন।

তাঁর এক দৌহিত্র মালা বলেন, খিলাফতের প্রতি ভালবাসা ও আনুগত্যের বিষয়ে তিনি আমাদের জন্য এক দৃষ্টান্ত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর আমি ফোনে শত শত শোকবার্তা পেয়েছি। প্রত্যেকেই তাঁর প্রশংসা করছিলেন। এরপর কিছু সময়ের জন্য তিনি সেখানে গিয়েছিলেন এবং কাদিয়ানে থাকেন। তিনি বলেন, আমি দেখেছি,কাদিয়ানের মানুষ তাঁকে কত ভালবাসতেন তিনি কাদিয়ানের মানুষকে কতটা ভালবাসতেন। অনুরূপভাবে ২০০৮ সালে তিনি আমাকে লেখেন যখন আপনি কাদিয়ান যাওয়ার পরিকল্পনা করেন, কিন্তু পরিস্থিতির কারণে যেতে পারেন নি, দিল্লী থেকে ফিরে যান এবং সফর স্থগিত হয়ে যায়, তখন তিনি ভীষণ হতাশ হয়ে পড়েন এবং উদ্বেগ ব্যক্ত করেন যে, জানি না আর সাক্ষাত হবে কি না।

তাঁর দৌহিত্রীর স্বামী আবিদ খান এখানে বসবাস করেন। তিনি বলেন, তিনি তাঁর আদর্শ দ্বারা আমাদের শিখিয়েছেন যে, কিভাবে ওয়াকফ এর অঙ্গীকার পূর্ণ করতে হয়। তিনি ভীষণ বিনম্র প্রকৃতির ছিলেন। কিন্তু একবার আমি তাঁকে কঠোর ভাষায় বলতে শুনেছি। কাদিয়ানের এক স্থানীয় মেয়ের বিয়ের দিন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। সাহেবযাদি আমাতুল কুদুস সাহেবার ভীষন মাথা যন্ত্রণা হচ্ছিল। তাঁর অসুস্থতা দেখে তাঁর দৌহিত্রি বলেন, আপনি ক্ষমা চেয়ে নিন,বিয়েতে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকুন। আজকে বিশ্রাম করুন। তিনি একথা শুনে বলেন, মালা! আমি বিয়েতে অবশ্যই অংশগ্রহণ করব। তুমি জান না যে, কাদিয়ানবাসীদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কেমন।

অনুরূপভাবে ডক্টর বশীর আহমদ নাসের দরবেশ সাহেবের স্ত্রী আকিলা ইফত সাহেবা বলেন, সবসময় নাসেরাত ও লাজনাদের ব্যবস্থাপনার অধীনে দরবেশদের স্ত্রী ও কন্যাদের পথপ্রদর্শন করে এসেছেন। ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়গুলি অত্যন্ত নিপুণভাবে সম্পাদন করার কাজে পারদর্শী ছিলেন। তাঁর সঙ্গে কাজ করার সময় মানুষ তাঁর ভালবাসা, সমর্থন ও সম্মান দেওয়ার বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারত। তাঁর বাসনা ছিল সমস্ত কাজ ও দায়িত্ব পরবর্তী প্রজন্ম পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া। তিনি একজন আত্মবিশ্বাসী ও সুশৃঙ্খল ব্যক্তিত্ব ছিলেন। যে কোন পরিচ্ছন্নতা সহকারে করতেন। আমাদেরকে কুরআন করীমের অনুবাদ পড়িয়েছেন। এমনকি এর পাশাপাশি ফিকাহও শিখিয়েছেন। তাঁর দ্বারা প্রশিক্ষিত আহমদীয়া জামাতের যুবতীরা দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে আর জামাতের খিদমতের কাজ করে চলেছে।

অনুরূপভাবে হায়দরাবাদ দক্ষিণের বুশরা মুবারকা সাহেবা বলেন, আমাদের সঙ্গে তাঁর গভীর পারিবারিক সম্পর্ক রয়েছে। জলসার সময় অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য মাঝরাত্রি পর্যন্ত নিজে দাঁড়িয়ে থেকে অতিথিদের জন্য খাদ্য ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করতেন আর বলতেন, এরা আমাদের নয় বরং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর অতিথি, এদের প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত। প্রত্যেক তুচ্ছ তুচ্ছ বিষয়েরও খোঁজ রাখতেন।

অনুরূপভাবে খালিদ এলাহদ্বীন সাহেবের স্ত্রী সাজেদা তানবীর সাহেবা বলেন, ভারতের লাজনা সদস্যাদের জন্য তিনি ছিলেন মাতৃতুল্য। যেভাবে একজন মা তার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে সমস্ত শিষ্টাচার আঙুল ধরে শেখায়, ঠিক সেইভাবেই হযরত আপা জান প্রত্যেক দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের শিক্ষা ও দীক্ষার বিষয়ে যত্নবান থেকেছেন। যার জন্য আমরা এবং আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম তাঁর প্রতি চির-কৃতজ্ঞ থাকব।

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

" তুচ্ছ এ জীবন যাকে নিয়ে এত গর্ব করা হয়। চিরন্তন আনন্দের জীবন সেটিই যা মৃত্যুর পর লাভ হয়।"

(মমালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৬)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

অনেক চিঠি আছে যা কাদিয়ানের মহিলাদের পক্ষ থেকেও আমি পেয়েছি আবার সেই সব মহিলাদের পক্ষ থেকেও এসেছে যারা কোন না কোনভাবে তাঁর সান্নিধ্য পেয়েছে। অনুরূপভাবে কাদিয়ানের আদি বাসিন্দাদের পুরুষ-সন্তানরাও লিখেছে যে, তিনি আমাদেরকে মায়ের মত করে লালন পালন করেছেন।

খিলাফতের প্রতি সম্পর্কের বিষয়ে তাঁর সন্তানেরাও উল্লেখ করেছে। যেমনটি আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। আর অন্যান্য মহিলারাও একথার উল্লেখ করেছেন।

যেভাবে তিনি খলীফাতুল মসীহর প্রতি বিনয় ও পূর্ণ বিশ্বস্ততা দেখিয়েছেন তা নিরন্তর ছিল আর আমার সঙ্গেও একই সম্পর্ক ছিল। এটি একটি দৃষ্টান্ত। এখানেও আমার সঙ্গে সাক্ষাত করেছেন অত্যন্ত বিনয় ও সম্মানের সাথে। ২০০৫ সালে আমি কাদিয়ানে যখন যাই, সেই সময় তিনি অনেক যত্নসহকারে আপ্যায়ন করার চেষ্টা করেন। প্রত্যেক সাক্ষাতে তিনি আনন্দিত হতেন যা তাঁর মুখে ফুটে উঠত। ২০০৫ সালে অসুস্থতা সত্বেও কাদিয়ান থেকে ফিরে আসার সময় তিনি দিল্লী পর্যন্ত আসেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর পদমর্যাদা উন্নীত করুন আর তাঁর সন্তানদেরও তাঁর পুণ্যের ধারাকে অব্যাহত রাখার তৌফিক দান করুন। কাদিয়ানের মানুষদের যে ভালবাসা দিয়ে তিনি আগলে রেখেছিলেন, আল্লাহ্ তা'লা তাদের তৌফিক দান করুন তারা যেন পরস্পর সেই একই ভালবাসা সহকারে বাস করে।

বর্তমানে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর বংশের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে এমন কেউ সেখানে নেই। আল্লাহ্ করুন সেখানে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যেন কেউ যেতে পারে। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

একটি জানাযা হাজের রয়েছে। (এসে গিয়েছে জানাযা?) যেটি হল মহম্মদ আরশাদ আহমদ সাহেব (যুক্তরাজ্য)এর। তিনি সম্প্রতি ৭১ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।

তিনি ইউসুফ আহমদ সাহেবের পুত্র ছিলেন। তিনি নাইরোবিতে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর বয়আত করেছিলেন। তাঁর পুত্র কিম্বা পৌত্র ছিলেন? যাইহোক ইউসুফ আহমদ সাহেব ১৯৩৫ সালে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর বায়আত করেন, ইনি তাঁরই বংশধর। পনেরো বছর বয়সে তিনি নাইরোবি থেকে যুক্তরাজ্যে আসেন। আমাতুল বাসীর সাহেবার সঙ্গে বিবাহ হয়, যিনি হযরত খলীফা সালাহুদ্দীন সাহেবের কন্যা এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর সাহাবী হযরত ডক্টর খলীফা রশীদুদ্দীন সাহেব (রা.)-এর পৌত্রী। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মরহুম মূসী ছিলেন। স্ত্রী ছাড়া দুই ছেলে এবং এক মেয়ে রয়েছেন। জামাতের সঙ্গে মজবুত সম্পর্ক ছিল। যেখানেই থেকেছেন বিভিন্ন পদে থেকে জামাতের সেবা করেছেন। খুদ্দামুল আহমদীয়ার মুহতামিম হিসেবেও কাজ করেছেন। কুড়ি বছরেরও বেশি সময় পর্যন্ত যুক্তরাজ্য জামাতের ন্যাশনাল সেক্রেটারী ইশাআত হিসেবে সেবা করার তৌফিক পেয়েছেন। জ্ঞানী মানুষ ছিলেন। যখন সালমান রুশদী আঁ হযরত (সা.)-এর বিষয়ে অবমাননাকর বই লেখে,তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) এর নির্দেশে এবং তাঁর নির্দেশনায় বইটির উত্তর লেখার জন্য একটি বই লেখার তৌফিক পান। বা-জামাতের প্রতি নিয়মনিষ্ঠ ছিলেন। আমরা যখন এখান থেকে স্থানান্তরিত হই,তখন নিজের বসবাসের জায়গাটিও তিনি ইসলামাবাদের কাছাকাছি স্থানান্তর করে নেন, যাতে এখানে এসে নামায পড়তে পারেন। আঁ হযরত (সা.) এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর প্রতি গভীর ভালবাসা ছিল। কুরআন করীম নিয়মিত তিলাওয়াত করতেন। তিনি তবলীগের কাজে ভীষণ আগ্রহী ছিলেন। চাঁদা প্রদানের ক্ষেত্রেও নিয়মিত ছিলেন। মানুষের সাথে ভালবাসা দিয়ে মিশতেন, মিষ্টভাষী ছিলেন এবং খিলাফতের প্রতি তাঁর ভক্তি, ভালবাসা ও নিষ্ঠার সম্পর্ক ছিল। হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)একবার তাঁর সম্পর্কে বলেন,আরশদ আহমদী সাহেবকে আমি সবসময় এমন আনুগত্য প্রদর্শনকারী পেয়েছি যার দৃষ্টান্ত খুবই কম পাওয়া যায়। আমি তাঁকে যে কাজেরই নির্দেশ দিয়েছি, তিনি সেটি তৎক্ষণাৎ শিরোধার্য করেছেন। এই দিক থেকে তাঁর সঙ্গে এবং তাঁর কারণে তাঁর পুরো পরিবারকে আমি অত্যন্ত সমাদরের দৃষ্টিতে দেখি। এবং বাস্তবেই খিলাফতের প্রতি আনুগত্য পরবর্তীতেও বজায় থাকে। আমিও তাঁকে বিনয়ী এবং খিলাফতের প্রতি বিশ্বস্ত দেখেছি। জামাতের সম্মানকে তিনি সব সময় প্রাধান্য দিয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রতি ক্ষমাসুলভ আচরণ করুন এবং তাঁর সন্তানদেরকেও তাঁর পুণ্যের ধারা বজায় রাখার তৌফিক দান করুন। তাঁর এক ছেলে ওয়াকফে জিন্দগী।

একটি জানাযা গায়েবের কথা উল্লেখ করব যেটি হল আফ্রো-আমেরিকনা আহমদ জামাল সাহেবের। তিনি যুক্তরাষ্ট্রে থাকতেন। সম্প্রতি বিরানব্বই বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।

১৯৩০ সালে তাঁর জন্ম হয়। ১৯৫১ সালে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)এর হাতে বয়আত গহণ করেন। ১৯৫০ ও ১৯৬০ এর দশকে তিনি

খুতবার শেষাংশ শেষের পাতায়.....

বেশি দায়িত্ব বর্তাবে যেন তারা প্রতিবেশীদের প্রতি যত্নবান থাকে, তাদের দুঃখ-কষ্ট লাঘব করার বিষয়ে সচেতন থাকে কিম্বা তাদেরকে যেন আধ্যাত্মিক বা জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কোন প্রকার কষ্ট না দেয়। এমনটি করা হলে তবেই তারা এই মসজিদের নাম 'আফিয়াত' কে স্বার্থক করে তুলবে। 'আফিয়াত' আল্লাহ্‌র একটি গুণবাচক নাম। মানুষ যখন আল্লাহ্ তা'লার 'আফিয়াত' অর্থাৎ আল্লাহ্‌র আশ্রয়ে স্থান পায় তখন সে সকল অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ থাকে।

আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে একথাও বলেছেন যে, আমি বান্দাদেরকে আমার গুণাবলীকে শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী নিজেদের মধ্যে ধারণ করার আদেশ দিয়েছি। আল্লাহ্ তা'লার 'আফিয়াত'-এর গুণ আমাদের কাছে দাবি করে যে, সেই সব আহমদীরা যারা এখানে বসবাস করে, তারা যেন এই শহরের বাসিন্দা এবং বিশেষ করে প্রতিবেশীদেরকে যথাসাধ্য নিরাপত্তা প্রদান করে এবং কখনোই যেন তাদের পক্ষ থেকে কোন ক্ষতি না পৌঁছায়।

আমি আশা করি, আমরা যদি এই কাজ করতে সক্ষম হই তবে যাদের মনে ইসলাম সম্পর্কে সংশয় ও সংকোচ রয়েছে তা দূরীভুত হবে। যদিও বলা হচ্ছে যে, প্রতিবেশীরাও সহযোগীতা করেছে, কিন্তু আমাকে বলা হয়েছে যে, এই শহরের মানুষ জামাতের সঙ্গে সেভাবে পরিচিত নয় যেভাবে অন্যান্য শহরে জামাতের পরিচিতি আছে। তাই এই মসজিদটি নির্মাণের ফলে জামাতের পরিচিতি বৃদ্ধি পাবে।

লর্ড মেয়রের ভারপ্রাপ্ত অফিসার বলেন, মসজিদ হল হিরের মত। আর এটি অবশ্যই একটি হিরের টুকরো। আহমদী মুসলমানরা যদি অপরকে এই হিরেটি চেনাতে সক্ষম হয় তবেই এটি লোকের চোখে পড়বে। যদি প্রতিবেশীর অধিকার না দেন, শহরে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে বেড়ান তবে লোকে বলবে যাকে আমরা হিরে মনে করেছিলাম সেটি নকল প্রমাণিত হল। অতএব এই মসজিদ নির্মিত হওয়ার ফলে আমাদের দায়িত্ব আরও বেড়ে গেছে। আমি একদিকে অতিথিবর্গকে বলব যে, আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। ইনশাল্লাহ্, আপনাদেরকে আহমদীদের পক্ষ থেকে কোন ধরণের কষ্ট দেওয়া হবে না। বরং এই মসজিদটি শান্তি, নিরাপত্তা এবং পারস্পরিক সম্প্রীতির প্রতীক হয়ে উঠবে। অপরদিকে আহমদীদেরকে বলব যে, কুরআনী শিক্ষার উপর পূর্বের তুলনায় বেশি মনোযোগ দিয়ে প্রতিবেশীদের অধিকার প্রদান করার চেষ্টা করুন। প্রতিবেশীর অধিকার অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। এতটাই ব্যাপক যে, ইসলামের প্রবর্তক হযরত মহম্মদ (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা প্রতিবেশীদের অধিকার সম্পর্কে এত বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, এক সময় আমি ধারণা করতাম, প্রতিবেশীকেও হয়তো উত্তরাধিকারী হিসেবে গণ্য করা হবে। ইসলামে প্রতিবেশীর এতই গুরুত্ব। অতএব যখন এতখানি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তখন আমরা কিভাবে কোন প্রতিবেশীকে কষ্ট দিতে পারি। ইনশাল্লাহ্ আমরা প্রতিবেশীদের দুঃখ -কষ্ট লাঘব করব এবং অপরাপর ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে নিয়ে কাজ করব। আমাদের পক্ষ থেকে কোন ভীতি বা অনিষ্টের আশঙ্কা করো না যে, এরাও অন্যান্য মুসলমানদের মত না হয়, কেননা মুসলমানরা আজকাল দুনার্মের শিকার।

একজন বক্তা অনেক উদাহরণ দিয়েছেন। যেমন- বেলজিয়ামের জুলুম-অত্যাচার, খুনাখুনি, স্টকহোমের হামলা, লন্ডনের হামলা। কিছু মুসলমান নিজেদের দেশেও এই সব কাজ করছে। মুসলমান অপর এক মুসলমানকে হত্যা করছে। তাই মুসলমানরা কেবল অ-মুসলিমদেরকেই হত্যা করতে চায় না বরং ইসলামের নামে নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করতে তারা যাকে সামনে পায়, যে কেউ তাদের বিরোধীতা করে তাকেই তারা হত্যা করে। এই কারণে অসংখ্য মুসলমান মুসলমানের হাতে খুন হচ্ছে।

অতএব আজকের বিশ্বের প্রয়োজন কেবল প্রেম-ভালাসা ও ভ্রাতৃত্ববন্ধনের। সেই মন্ত্র দরকার যা আমরা উচ্চারণ করি, অর্থাৎ ' ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারোর পরে।' এই বাণীটি যদি আমরা হৃদয়াঙ্গম করতে সক্ষম হই তবে একজন মুসলমান অপর মুসলমানেরও অধিকার প্রদান করবে এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদেরও অধিকার প্রদান করবে। এবং মৌলিক বিষয় সেটিই যা ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মহম্মদ (সা.) বলেন- আমার আগমণের উদ্দেশ্য দুটি যে কারণে আমি জামাত প্রতিষ্ঠিত করেছি। একটি হল, বান্দাকে অবগত করা যে তাদের এক খোদা আছেন এবং তোমরা সেই খোদার উপর বিশ্বাস স্থাপন কর ও তাঁর ইবাদত কর। যে উপায়ে তাঁর নৈকট্য লাভ করতে পারো কর। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল, হিন্দু, খৃষ্টান, ইহুদী, মুসলমান নির্বিশেষে একজন মানুষ যেন অপর মানুষের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়। প্রত্যেক মানুষের অধিকার সংরক্ষিত রয়েছে। এবং একজন মানুষের উচিত জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেকের অধিকার প্রদান করা এবং যখনই তার কোন সেবার প্রয়োজন হয় তার সেবা করা উচিত।

আল্লাহ্ তা'লা করুন আমরা আহমদীরা যেন এই শহরেও উক্ত বিষয়গুলির উপর আমল করতে সক্ষম হই এবং সঠিক অর্থে আপনাদের সেবা করতে পারি এবং এখানকার মানুষ যাদের মনে বিন্দু মাত্র সংশয় রয়েছে সেই শঙ্কা দূর করতে পারি এবং তারা যেন উপলব্ধি করে যে আহমদী মুসলমানরা সত্যিকার অর্থে প্রেম ও ভ্রাতৃত্ববোধের প্রতীক। ধন্যবাদ।

রেডিও চ্যানেল এস.ডব্লিউ.আর-৪ -এর সাংবাদিকের হুযুরের সাক্ষাতকার গ্রহণ

রেডিও চ্যানেল এস.ডব্লিউ.আর-৪ -এর সাংবাদিকগণ হুযুর আনোয়ারের সাক্ষাতকার গ্রহণ করেন। সাংবাদিকের মসজিদ নির্মাণ প্রসঙ্গে একটি প্রশ্নের উত্তরে হুযুর বলেন: যেখানেই আমাদের সম্প্রদায় আছে আমরা সেখানে মসজিদ নির্মাণের চেষ্টা করি। এলাকার কাউন্সিল, কর্তৃপক্ষ যেখানে অনুমতি দেয় সেখানে মসজিদ নির্মাণ করার ইচ্ছা থাকে এবং মসজিদ নির্মাণের জন্য আমরা উপযুক্ত স্থানও দেখি। আমরা অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় মানুষ।

* সাংবাদিক প্রশ্ন করেন: আপনার কাজ ক্রমশ সহজ হচ্ছে না কি ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছে? এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর বলেন: মানুষ যখন আমাদের সম্পর্কে অবগত হয় এবং আমাদের পরিচিত বৃদ্ধি পায় তখন আমাদের কাজ সহজ হয়ে যায়। কেননা প্রত্যেক ব্যক্তি শান্তি পছন্দ করে। আর মানুষ যখন দেখে যে আমরা শান্তিপ্রিয় লোক তখন তারা আমাদের দিকে আকৃষ্ট হয়।

* সাংবাদিক বলেন, আপনি কি আগামি কালও কোন মসজিদের উদ্বোধন করছেন? হুযুর বলেন: ইনশাল্লাহ তা'লা।

এরপর হুযুর আনোয়ার কিছুক্ষণের জন্য লাজনাদের মার্কিতে আসেন যেখানে মহিলারা হুযুরের দর্শন লাভ করেন। হুযুর ছোট বাচ্চাদেরকে চকলেট উপহার দেন। এরপর হুযুর হোটেলে ফিরে আসেন।

অতিথিদের প্রতিক্রিয়া

আজ এই মসজিদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী কিছু অতিথিবর্গ হুযুরের ভাষণ শুনে নিজেদের প্রতিক্রিয়া এবং আন্তরিক আবেগ প্রকাশ করেন।

* প্রোটেস্ট্যান্ড চার্চের পাদ্রী স্টক বার্গার, যিনি এখানে নিজের বক্তব্য উপস্থাপন করেন, তিনি হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ শোনার পর নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: খলীফাতুল মসীহ আমাদেরকে যে চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন, আমার বাসনা, তিনি যেখানেই যান এই চেতনাবোধ জাগিয়ে তুলুন যার মাধ্যমে পৃথিবীতে একদিন শান্তি বিস্তার করবে।

* বাসেল শহরের একজন ডাক্তার মসজিদ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, আমি সারাটি জীবন এই খোঁজে থেকেছি যে, যেন কোথাও শান্তি প্রিয় মুসলমানদের সন্ধান পাই। আজ আপনারা আমার সেই বাসনা পূর্ণ করেছেন। আমি নিজেকে অনেক সৌভাগ্যবান বলে মনে করছি। আজকে আমি সেই সমস্ত মানুষের সন্ধান পেয়েছি।

* ক্যাথলিক চার্চের এক ভদ্র মহিলা বলেন: খলীফাতুল মসীহ্‌র চেহারায় সব সময় হাসি ও ভালবাসার দীপ্তি ছিল। তাঁর চেহারায় আমি খোদার দর্শন লাভ করেছি।

* ইতালির এক যুবতী বন্ধুর সাথে এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেছিল। সে বলে, আমার বন্ধু এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে ভয় পাচ্ছিল, কেননা ইসলাম সম্পর্কে তার মনে নেতিবাচক ধারণা জন্ম নিয়েছিল। কিন্তু অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ শোনার পর ইসলাম সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে আমূল পরিবর্তন এসেছে। সে এতটাই প্রভাবিত হয় যে, তৎক্ষণাৎ তার মুসলমান বন্ধুকে মোবাইলে মেসেজ করে জানায় যে আজকে সে জানতে পেরেছে, ইসলাম কত সুন্দর ধর্ম।

*আলবেনিয়ার একটি পরিবার নিজেদের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলে: খলীফাতুল মসীহর প্রতেকটি কথা সত্য এবং সময়োপযোগী ছিল। আমরা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে যারপরনায় আনন্দিত।

* একজন ছাত্র প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলে: খলীফাতুল মসীহর ভাষণ আমার মনে গভীর ছাপ ফেলেছে। আমার অনেক বন্ধু আছে যারা মুসলমান। কিন্তু আজ আমি ইসলাম এবং এর শিক্ষার সম্পূর্ণ এক ভিন্ন চিত্র মনে গেঁথে নিয়ে যাচ্ছি।

* একজন অতিথি বলেন: হুযুর আনোয়ারের ভাষণ এবং তাঁর ব্যক্তিত্ব আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। আমার এই বিষয়টি খুব ভাল লেগেছে যে, তিনি প্রত্যেক বক্তার ভাষণ থেকে কিছু কিছু কথা গ্রহণ করেছেন এবং সেগুলি সম্পর্কে নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন। অথচ পোপ সাহেব এমনটি করেন না।

* চার্চের একজন মহিলা প্রতিনিধি হুযুর আনোয়ারের ভাষণের পর বার বার হুযুর আনোয়ারের দিকে ইঙ্গিত করে বলছিলেন যে, হুযুর আনোয়ারের চেহারায় আধ্যাত্মিকতা ফুটে উঠছে। খলীফাতুল মসীহ্‌র ভাষণ আমাদের সকলের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

* বোসনিয়া থেকে তিনজন উচ্চ শিক্ষিতা মহিলা আজকের অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তারা প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন, আজকের অনুষ্ঠান বর্তমানের জটিল পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে শান্তি

প্রতিষ্ঠার জন্য আলোক বর্তিকার মর্যাদা রাখে। খলীফার ভাষণ মহিমান্বিত ছিল যাতে তিনি ভালবাসা এবং প্রতিবেশীদের অধিকার প্রদানের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আমাদের আহমদী প্রতিবেশীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রয়েছে। স্থানীয় জামাতের সদস্য সংখ্যা নগণ্য হওয়া সত্ত্বেও এই অনুষ্ঠান অত্যন্ত সুব্যবস্থিত ছিল।

* একজন অতিথি টোনি সাহেব বলেন: খলীফার বাচন ভঙ্গি আমাকে মুগ্ধ করেছে। তাঁর কণ্ঠস্বর অত্যন্ত কোমল বলে মনে হল। তাঁকে দেখে মনে হল তিনি মতবিনিময় করতে ইচ্ছুক।

* প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চের এক ভদ্রমহিলা বলেন, পাদ্রী সাহেব তাঁর ভাষণে সুন্দর সুন্দর কথা বলেছেন, কিন্তু তিনি বক্তব্যকে এতটাই দীর্ঘায়িত করেছেন যে আমি প্রার্থনা করছিলাম তিনি যেন এবার বক্তব্য শেষ করেন। এরপর যখন খলীফাতুল মসীহ বক্তব্য রাখতে আসেন আমি চিন্তা করছিলাম যে, ইনি যেন ভাষণ দীর্ঘায়িত না করেন। কিন্তু খলীফা যখন ভাষণ শুরু করলেন তখন তা এতটাই উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল এবং হৃদয়কে প্রভাবিত করছিল যে, ইচ্ছা করছিল হুযুর যেন তাঁর ভাষণ সমাপ্ত না করেন। খলীফা অত্যন্ত সাবলীল ভঙ্গিতে ভালবাসার সঙ্গে শান্তির বার্তা দিয়েছেন।

* আরেক ভদ্রমহিলা বলেন, আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই যে, আজকের এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার সুযোগ তৈরী করে দিয়েছেন। আমার সন্তানরা আহমদীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছে। যেদিন থেকে আহমদী বাচ্চাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে তাদের আমি ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করছি। এই কারণে আমি আপনাদের শিক্ষা সম্পর্কে জানার জন্য উৎসুক ছিলাম। আজ আমি আপনাদের এখানে এসে জানতে পেরেছি যে, আমার বাচ্চারা সৎ সঙ্গ পেয়েছে এবং তারা নিরাপদ। তিনি হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাত করেন এবং বলেন, হুযুর আনোয়ার সাক্ষাতের সময় উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে সম্মান জানিয়েছেন - এটি আমাকে প্রভাবিত করেছে। হুযুর আনোয়ার যখন মঞ্চে দাঁড়িয়েছিলেন এবং আমি নীচে ছিলাম তখনও তিনি আমার জন্য আনতভাবে দাঁড়িয়েছিলেন।

* মিস্টার ভোল্কার মচ, একজন স্কুল শিক্ষক নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন, আহমদী মেয়েরা আমার স্কুলে পড়ে। তাদের কারণে আমি এখানে এসেছি। খলীফার বক্তব্য আমাকে মন্ত্রমুগ্ধ করেছে। আমার মনে গভীর প্রভাব পড়েছে। তাঁর বক্তব্য অত্যন্ত প্রজ্ঞাময় ছিল। তিনি পূর্বের বক্তাগণের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন এবং তাদের সংশয়গুলিকে সুন্দরভাবে দূর করেছেন। অধিকাংশ বক্তাই নিজের বক্তব্য লিখে নিয়ে আসেন। কিন্তু খলীফাতুল মসীহ বক্তাগণের বক্তব্য প্রদানকালে নোট তৈরী করে ফেলেন এবং এখানকার সমস্যাবলীর সমাধান অত্যন্ত সুন্দর ভঙ্গিতে উপস্থাপন করেন। আমি সৌভাগ্যবান যে, এই বৈঠকে অংশগ্রহণ করতে পেরেছি।

* পুলিশের সিক্রেট এজেন্সির একজন মেম্বার স্ত্রীসহ এখানে এসেছিলেন। তিনি বলেন: খলীফার বক্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বিশ্বের এমন পরিস্থিতিতে এই ধরণের ভাষণেরই প্রয়োজন রয়েছে।

* একজন সাংবাদিক বলেন: আমি আশ্চর্য্য হয়েছি যে, ছোট্ট একটি জামাতের ছোট্ট একটি মসজিদ উদ্বোধনের জন্য এত বড় মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি অংশ গ্রহণ করেছেন। এই বিষয়টি আপনাদের খলীফার মর্যাদাকে আরও মহান করে তুলেছে। এর মাধ্যমে জামাতের প্রতি তাঁর ভালবাসার ছবিটি ফুটে ওঠে।

* একজন ভদ্রমহিলা বলেন: আমি খলীফার মধ্যে বিনয়ের মূর্তিমান প্রতীক লক্ষ্য করেছি। তাঁর ভাষণের মধ্যে দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলী শুনে ভাল লাগল। আমি এ বিষয়েও প্রভাবিত হয়েছি যে, একজন খৃষ্টান হিসেবে আমাকে ইসলামের সঙ্গে পরিচয় করানো হল এবং ব্যাপক তথ্য দেওয়া হল।

* মিস্টার বার্নড হুযুরের ভাষণ শুনে প্রতিক্রিয়া জানান। তিনি বলেন: হুযুর আনোয়ার বিভিন্ন আঙ্গিক থেকে প্রেম-প্রীতির শিক্ষার উপর আলোকপাত করেছেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব ভালবাসায় পরিপূর্ণ বলে মনে হয়। আর এমন জামাত শান্তিতেই থাকে। তিনি এ বিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেন যে, হুযুর আনোয়ার এমন শান্তিপূর্ণ শিক্ষার কারণে বিরুদ্ধবাদীদের ভয়ে ভীত নন যারা তাঁর ক্ষতি করতে পারেন।

* একজন ভদ্রমহিলা যিনি ধর্ম বিষয়ক শিক্ষিকা, তিনি এবং তাঁর স্বামী বলেন: তারা খলীফার বক্তব্য শুনেছে। তারা প্রকৃত খিলাফতের সঙ্গে ভালবাসার আকর্ষণ অনুভব করেছে।

* Kindergarten -এর সঙ্গে যুক্ত আটজন সদস্য এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। সকলে এবিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেন যে, এমন মহিমান্বিত ব্যক্তি একটি ছোট্ট জামাতের অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করছেন। একজন মহিলা বলেন: ইসলামের উপর উগ্রবাদের যে অভিযোগ আরোপ করা হয় সে বিষয়ে তিনি একমত নন। কেননা বাইবেলে এর থেকে কয়েকগুণ বেশি উগ্রতা পাওয়া যায়।

* একজন অতিথি বলেন: মহা মহিমান্বিত খলীফাতুল মসীহর উদারতা তার বিনয়ের মধ্যে ফুটে উঠছে। তাঁর বর্ণিত বিষয়টিও ছিল অসাধারণ। তিনি ইসলামের শান্তি প্রিয়তার সুন্দর চিত্র উপস্থাপন করেছেন। এর মাধ্যমে আমার উপর ইসলামের নতুন অর্থ উদ্ঘাটিত হয়েছে।

* এক অতিথি বলেন: আমি এই অনুষ্ঠান থেকে সদর্থক প্রভাব গ্রহণ করেছি। মহিমান্বিত খলীফাতুল মসীহ যেভাবে বলেছেন যে, প্রেম ও ভ্রাতৃত্ববোধের খুবই প্রয়োজন। এই কথাটি আমার পছন্দ হয়েছে। ইসলাম সম্পর্কে ভীতি ও সংশয় দূর করার জন্য তিনি সুন্দর যুক্তি তুলে ধরেছেন।

* এক ভদ্রমহিলা বলেন: খলীফাতুল মসীহ বলেছেন, আমরা সকলেই একই স্রষ্টার সৃষ্টি। এটি একেবারেই ঠিক কথা। কথাটি আমার পছন্দ হয়েছে। এর মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

* একজন অতিথি বলেন: এখানে কি হতে যাচ্ছে তা আমি জানতাম না। কিন্তু আমার সমস্ত কিছুই খুব ভাল লেগেছে। খলীফাতুল মসীহ যে বিশেষ মননের সঙ্গে বক্তব্য রেখেছেন তা আমাকে প্রভাবিত করেছে। আর তিনি শুধু কথাই বলছিলেন না বরং অনুভব করছিলাম যে, এই মানুষটি যা কিছু বলছে সে নিজেই তার জীবন্ত নমুনা। তাঁর অন্তরাত্মা এতটাই শক্তিশালী যে, তাঁর আশপাশের মানুষের মধ্যে তার প্রভাব সঞ্চারিত হচ্ছিল। আমি আজ খলীফাতুল মসীহর উপস্থিতি থেকে অনেক উপকৃত হয়েছি।

* একজন অতিথি বলেন: আমার উপর খলীফাতুল মসীহর অসাধারণ মানবীয় ভালবাসার প্রভাব পড়েছে। আমি তাঁর সান্নিধ্য লাভ থেকে আশিসমন্ডিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছি। এখানে আসা আমার জন্য সম্মানের বিষয়। আজ এখানে না এলে আমি অনেক বড় সম্পদ থেকে বঞ্চিত থেকে যেতাম। জামাতে আহমদীয়ার মাধ্যমে আমি প্রকৃত ইসলামের পরিচয় লাভ করেছি যা টেলেভিশনে পরিবেশিত ঘৃণ্য ও উগ্ররূপের ইসলাম থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে এসে আমি শান্তি ও ভালবাসা পেয়েছি, বরং বাস্তবেও এমন সব মানুষের সঙ্গে সাক্ষাত হয়েছে যারা ঘৃণা চায় না।

* একজন অতিথি বলেন: আজ পর্যন্ত আমি মনে করতাম যে, আমরা এক-অদ্বিতীয় খোদায় বিশ্বাস করি এবং ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন পথ দেখিয়েছে। কিন্তু আজ এখানে এসে উপলব্ধি করলাম যে ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন নয় বরং একটিই পথ দেখিয়েছে। মহামহিমান্বিত খলীফাতুল মসীহ বিষয়টিকে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি দাঈশ ও অন্যান্য উগ্রপন্থী সংগঠনগুলি থেকে নিজেদের পৃথক রাখার বিষয়টি স্পষ্টরূপে তুলে ধরেছেন এবং বলেছেন যে, এই সংগঠনগুলির ইসলামের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। এবং বাস্তব এটাই যে, আল্লাহ্‌র নামে পৃথিবীতে যে সমস্ত দুঃখজনক ঘটনা ঘটে চলেছে তাতে আপনাদের কোন দোষ নেই বরং দোষ তাদের যারা এই শিক্ষার অপপ্রয়োগ করছে। আর যেরূপ খলীফাতুল মসীহ বলেছেন, ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধের মাধ্যমে এই নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো আমাদের সকলের কর্তব্য।

* একজন ভদ্রমহিলা বলেন: আজকের অনুষ্ঠান অত্যন্ত সুব্যবস্থিত ও সুপরিকল্পিত ভাবে পরিবেশিত হয়েছে। যে আধ্যাত্মিক ও জাগতিক খাদ্য-সম্ভার এখানে লাভ করেছি তা অত্যন্ত তৃপ্তিদায়ক ছিল।

* একজন অতিথি বলেন: শান্তি প্রসঙ্গে খলীফাতুল মসীহর এই বাণী সম্পূর্ণ সঠিক যে, কোন ব্যক্তির খোদার উপর ঈমান থাকতেই পারে না যদি সে নর সংহারে লিপ্ত থাকে। কেননা, কোন নিরীহ মানুষকে হত্যা করার অর্থ হল খোদার প্রতি নিজের বিশ্বাসকেই হত্যা করা।

*** ১৭ই এপ্রিল, ২০১৭ (সোমবার) মুবাল্লিগ সিলসিলাদের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর বৈঠক**

আজ প্রোগ্রাম অনুযায়ী জার্মানী জামাতের খিদমতরত মুবাল্লিগগণের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর বৈঠক ছিল। এই বৈঠকে জামেয়া আহমদীয়া কানাডা থেকে ২০১৬ সালের পাস করা ৮জন মুবাল্লিগ অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এই মুবাল্লিগরা লন্ডনে প্রশিক্ষনের উদ্দেশ্যে বর্তমানে অবস্থান করছেন। জামার্নীর এই সফরে তারা হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর কাফেলার অংশ। প্রোগ্রাম অনুযায়ী ৬টার সময় মিটিং-এ উপস্থিত হন। সর্ব প্রথম হুযুর দোয়া করান।

হুযুর আনোয়ার (আই.) জার্মানীর মুবাল্লিগ ইনচার্য সাহেবের কাছে জামাত, মসজিদ এবং সেন্টারের সংখ্যা জানতে চান। মুবাল্লিগ ইনচার্য সাহেব উত্তর দেন ২৫৮টি জামাত, ৫১ টি মসজিদ এবং ৮০ টি সেন্টার রয়েছে। জার্মানীতে বর্তমানে ৫২ জন মুবাল্লিগ খিদমত করছেন যাদের মধ্যে ৩৩ জন কর্মক্ষেত্রে রয়েছে। ১৫জন মুবাল্লিগ জামেয়াতে শিক্ষকতা করছেন এবং চার জন মুবাল্লিগ অফিসের কাজে নিযুক্ত আছেন।

এরপর হুযুর আনোয়ার (আই.) কর্মক্ষেত্রে সেবারত ৩৩ জন মুবাল্লিগগণকে একে একে তাদের অধীনস্ত জামাত ও মহল্লার সংখ্যা জিজ্ঞেস করেন। এছাড়াও হুযুর তাদের কাছে বিস্তারিত জানতে চান যে, তারা কোথায় জুমা পড়ান, প্রত্যেক জামাত ও মহল্লার পালা কতদিন অন্তর আসে, নিজের সেন্টারে বছরে কত সংখ্যক জুমা পড়ান, কোন কোন মহল্লা ও জামাতের সদস্য সংখ্যা বেশি এবং কোন কোনটির কম, প্রত্যেকের

দায়িত্বে থাকা এলাকায় কতগুলি মসজিদ ও সেন্টার আছে এবং যেখানে মসজিদ বা সেন্টার নেই সেখানে জুমার জন্য কি ব্যবস্থা রয়েছে? হুযুর জুমায় উপস্থিতির সংখ্যা সম্পর্কে জানতে চেয়ে জিজ্ঞাসা করেন যে, বড় জামাতগুলিতে এবং ছোট জামাতগুলিতে উপস্থিতির সংখ্যা কত থাকে। জামাতের সদস্যরা কত দূর থেকে আসেন? প্রত্যেক মুবাল্লিগ নিজেদের দায়িত্বে থাকা এলাকার রিপোর্ট উপস্থাপন করেন।

একজন মুবাল্লিগ সিলসিলা জানান যে তার ডিউটি তবলীগ বিভাগে। এর উত্তরে হুযুর বলেন, তবলীগ বিভাগের অধীনে ডিউটি হলেও জুমার নামায পড়ানো যেতে পারে। তিনি বলেন, যাদের ডিউটি অফিসে,প্রকাশনা বা এম.টি.এ বিভাগে কিম্বা অন্য কোন অফিসে তারা বিভিন্ন জামাতে গিয়ে জুমার নামায পড়াবেন। হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, যথারীতি শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে এই সমস্ত জামাতে এদেরকে জুমার নামায পড়ানোর জন্য পাঠানোর ব্যবস্থা করুন। জামাতের সংখ্যা বেশি এবং মুবাল্লিগদের সংখ্যা কম। এই কারণে সমস্ত মুবাল্লিগীন জুমা পড়াবেন, যেখানেই থাকুক না কেন তারা।

দুই জন মুবাল্লিগ বলেন যে, তবলীগ বিভাগের অধীনে হট-লাইনে তাদের ডিউটি আছে। হুযুর তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন যে, জুমার দিন এই সময় কি প্রশ্ন এসে থাকে? তারা উত্তর দেন যে, অধিকাংশ মানুষ জুমার সময়ের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন।

হুযুর বলেন, মুবাল্লিগগণ জুমার সময় বলে দেওয়ার জন্য তৈরী হন নি। আপনারা দুজনও জামাতে গিয়ে জুমা পড়াবেন। এখানে কেউ বসে থাকবে না। হুযুর বলেন, ঘানাতেও হট-লাইন সিস্টেম চালু আছে। ঘানার জামেয়ার সিনিয়র ক্লাসের ছাত্ররা লোকেদের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকে এবং মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরী করে। প্রশ্নোত্তর এবং সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে সেখানে বয়াত গ্রহণও হয়েছে। তাই এখানেও জার্মানীর জামেয়া আহমদীয়ার সিনিয়র ছাত্রদেরকে এই কাজের জন্য পাঠানো যেতে পারে বা তাদের ডিউটি লাগানো যেতে পারে। মোটকথা, মুবাল্লিগগণ অবশ্যই জুমা পড়াবেন।

একজন মুবাল্লিগ নিবেদন করেন যে, তার ডিউটি এম.টি.এ বিভাগে। হুযুর বলেন, জুমার দিনে কোন জামাতে গিয়ে জুমা পড়ান। একজন মুবাল্লিগ বলেন, তার ডিউটি অডিও-ভিডিও বিভাগে যেখানে তিনি প্রোগ্রাম পরীক্ষা করে দেখেন। তিনি মসজিদ নুরে জুমার নামায পড়ান। হুযুর বলেন, ভাল কথা।

মুবাল্লিগ সিলসিলা আশরফ যিয়া সাহেব যিনি এখানে বায়তুস সুবুহ সেন্টারে কাজ করেন এবং তাঁকে বুলগেরিয়ার তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্বের পাশাপাশি লিটেরেচার তৈরী ও একশ'টি মসজিদ নির্মাণ সম্পর্কিত কিছু কাজ দেওয়া হয়েছে, তাঁকে হুযুর ফিল্ডে পাঠানোর নির্দেশ দেন। হুযুর বলেন, কোন জামাতে পোস্টিং করুন। বুলগেরিয়ান ভাষায় লিটেরেচার তৈরীর কাজ পোস্টিং-এ থেকেও করতে পারেন। আর মসজিদ নির্মাণ সম্পর্কিত কোন কাজের জন্য কোন জামাতে পাঠানোর প্রয়োজন পড়ে তবে সেই জামাত থেকেও পাঠানো যেতে পারে। হুযুর বলেন, তাঁকে কোন শ্রমসাধ্য জামাতে পাঠান যেখানকার মানুষ বিশেষ প্রশিক্ষণ চান।

জামেয়ার শিক্ষকদের সম্পর্কে হুযুর বলেন, জামেয়ার ছুটির সময় শিক্ষকদেরকেও কাজে লাগানো যেতে পারে। শিক্ষকমণ্ডলীর প্রোগ্রাম প্রিন্সিপালের সঙ্গে বসে এমনভাবে তৈরী করুন যাতে তারা জামাতে গিয়ে জুমাও পড়াতে পারেন এবং বছরের যে তিন বার ছুটি পড়ে সেগুলিকেও কাজে লাগানো যায় এবং বিভিন্ন জামাতে তরবীয়তের জন্য পাঠানো যায়। হুযুর বলেন, রাবওয়ার জামেয়ার শিক্ষকগণ বিভিন্ন জামাতে গিয়ে থাকেন। এখানকার জামেয়ার শিক্ষকরা কেন পারবেন না?

একজন মুবাল্লিগ সিলসিলা বলেন, তিনি খুদ্দামুল আহমদীয়ায় হিসাব রক্ষক হিসেবে কাজ করেন। হুযুর বলেন, নিজের মজলিসগুলিও ঘুরে দেখবেন।

ধর্মতত্ব বিষয়ক জামেয়ার এক শিক্ষক শোয়েব উমর সাহেব বলেন, তিনি জামেয়া জার্মানী থেকে ২০১৫ সালে পাস করেছেন। এখন তিনি ধর্মতত্ব নিয়ে স্নাতক-স্তরে সাম্মানিক নিয়ে পড়ছেন। জামেয়া জার্মানীর প্রিন্সিপাল সাহেব বলেন, রাবোয়া থেকে এই বিষয়ের পুস্তকাদি চেয়ে পাঠানো হয়েছে। সেই অনুযায়ী ইনি পড়াশোনা করছেন। হুযুর বলেন, ইনি যেন যথারীতি নিজের কর্মতৎপরতা ও পড়াশোনার রিপোর্ট জামেয়ার প্রিন্সিপালকে দিয়ে দেন এবং প্রিন্সিপাল সাহেবও যেন তাঁর তত্ত্বাবধান করেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, জামেয়ার নিকটবর্তী জামাতগুলিতে শিক্ষকদেরকে জুমা পড়ানোর জন্য পাঠাতে পারেন। বছরে কমপক্ষে ২৬ টি জুমা সহজেই পড়াতেই পারেন। জামেয়ার ছুটিতেও শিক্ষকদেরকে কাজে লাগান। গ্রীষ্মের দীর্ঘ ছুটি ছাড়াও পরীক্ষার পর দু'বার ছুটি নিয়ে মোট তিনবার ছুটি পাওয়া যায়। গ্রীষ্মের ছুটি দুই মাস এবং পরীক্ষার ছুটি ১৫ দিন করে এক মাস। সর্বমোট দুই মাস ছুটিকে বেশ ভালভাগে কাজে লাগান। তাদেরকে তরবীয়তী অনুষ্ঠানে পাঠান। কেউ যদি যেতে অস্বীকার করে তবে আমাকে জানান।

হুযুর বলেন: আমার কাছে থাকা তথ্য অনুযায়ী কিছু জামাত যখন কোন তবলীগী প্রোগ্রাম তৈরী করে, আপনারা শেষ মূহুর্তে সময়ের অভাব বা কোন কাজের অজুহাত দেখিয়ে সেখানে যেতে নিষেধ করে দেন। অনেক সময় প্রথমেও নিষেধ করে দেন। কিছু মুরুব্বীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে যে, প্রথমে সম্মত হয়েও শেষ মূহুর্তে কোন কাজের ব্যস্ততা দেখিয়ে আসতে নিষেধ করে দেন। এটি একেবারেই অনুচিত অনুচিত পন্থা।

হুযুর আনোয়ার মুবাল্লিগ ইনচার্জ সাহেবকে উদ্দেশ্য করে বলেন: বিভিন্ন জামাত প্রোগ্রাম তৈরী করে যখন মুবাল্লিগদেরকে ডাকে তখন সদর জামাত বা রিজিওনাল আমীর কিংবা সংশ্লিষ্ট পদাধিকারী যিনি প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করে তিনি যেন আপনাকে প্রোগ্রামের বিষয়ে অবগত করেন। এরপর এই প্রোগ্রামটি বাস্তবায়িত হল কি না সেটা দেখা আপনার কাজ। মুরুব্বি সাহেব যদি কোন কারণে প্রোগ্রামে যেতে অস্বীকার করে তবে খোঁজ নিয়ে দেখুন যে, সত্যিই কোন কারণবশতঃ তিনি যেতে পারে নি না কি অভ্যাসবশতঃ যেতে অস্বীকার করেছে। আপনি প্রোগ্রামের জন্য জামেয়ার শিক্ষকদেরকেও কাজে লাগান যাতে সমধিক জামাত মুরুব্বীদের থেকে উপকৃত হতে পারে। আপনাদের কেন্দ্রীয় অফিসে কর্মরত মুবাল্লিগদেরকে এবিষয়ে কাজে লাগান।

হুযুর বলেন: জার্মানীর জামেয়ার প্রিন্সিপাল শামশাদ আহমদ কমর সাহেব জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়াতে দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেছেন এবং তিনি সেখানে বিভিন্ন জামাত পরিদর্শনের কাজেও ঘুরেছেন। তাই এখানকার জামেয়ার শিক্ষকদের জন্য এটি সম্ভব। যে সব মুরুব্বীরা অফিস বা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত রয়েছেন তাদেরকে কাজে লাগান এবং জামাতের প্রোগ্রামের জন্য পাঠান। আমার নিকট যে সমস্ত মুরুব্বী ঘরে বসে থাকে তারা কোন কাজের নয়। অন্যরা যদিও সময় দিয়ে থাকে। জীবন উৎসর্গীকরণের অর্থ হল ২৪ ঘন্টা জামাতের সেবায় নিয়োজিত থাকা। তাদের বছরের ৩৬৫ টি দিনই জামাতের জন্য উৎসর্গিত।

হুযুর বলেন: আরও একটি অভিযোগ হল, অনেক সময় কিছু কিছু ক্ষেত্রে অর্থের অপচয়ও হয়ে থাকে। সফরে যাওয়ার পূর্বে পরিকল্পনা করে যাওয়া উচিত এবং ন্যুনতম খরচে কোন কোন স্থান যাওয়া যায় তার পরিকল্পনা থাকা দরকার। ছোট গাড়ি ব্যবহার করুন যাতে কম খরচ হয়, পেট্রোলও কম খরচ হবে। এছাড়া মিশন হাউসের বা অন্যান্য খরচ আছে- সেগুলির প্রতি মুবাল্লিগদেরকে দৃষ্টি রাখতে হবে যাতে ন্যুনতম খরচ হয় এবং জামাতের উপর বেশি আর্থিক বোঝা না বাড়ে।

কোন পদাধিকারী কত কি খরচ করছে বা কোন জামাত কীভাকে খরচ করছে তা সেগুলি আপনাদের দেখার প্রয়োজন নেই। বরং আপনি কতটুকু জামাতের সম্পদ সাশ্রয় করতে পারবেন সেদিকে দৃষ্টি দিন এবং অন্যদেরকেও নসীহত করুন। যতক্ষণ পর্যন্ত না নিজে খরচ নিয়ন্ত্রণ করবেন এবং আপনাদের চাহিদাও বেশি থাকে তবে পদাধিকারগণও অভিযোগ করে বলবে যে, আগে নিজেকে সংশোধন কর আমাদেরকে কিসের উপদেশ দিচ্ছ?

হুযুর আনোয়ার (আই.) -বলেন: অনুরূপভাবে প্রত্যেক মুরুব্বীর অপর মুরুব্বীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা কর্তব্য। আমি এও জানতে পেরেছি যে, অনেক সময় আপনারা অফিসে বসে অপরকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের পাত্র বানান যার ফলে অন্যান্য কর্মীদের উপর এর বিরূপ প্রভাব পড়ে থাকে।

অফিসে কর্মরত মুবাল্লিগগণের নিজেদের কাজে মন দেওয়া উচিত। অন্যদেরকে তারা ভাষণ দিয়ে থাকে عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ । কিন্তু আপনারা নিজেরাই বাজে কথাবার্তায় মগ্ন থাকেন। বৃথা কথাবার্তা, গল্প-গুজব, অপরকে উত্যক্ত করা ইত্যাদি বিষয়ে মুরুব্বীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে। আমি কারোর নাম ধরে বলব না, সকলকেই বলছি, যাদের মধ্যে এই ধরণের বাজে অভ্যাস রয়েছে তারা নিজেদের এই দুর্বলতাগুলির প্রতি দৃষ্টি দিন। অপরের দুর্বলতা সন্ধান করার পরিবর্তে নিজেকে দেখুন এবং দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। কয়েক সপ্তাহ পূর্বে আমি এই বিষয়ে যে খুতবা দিয়েছিলাম তা মনোযোগ দিয়ে শুনুন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আপনি যদি আত্ম-সংশোধন করে থাকেন এবং আত্ম-নিয়ন্ত্রণ তৈরী করে ফেলেছেন তবেই আপনি জামাতকে সঠিকভাবে বোঝাতে পারবেন এবং এমন পদাধিকারী যারা মুরুব্বীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে, অনেকে ভুল অভিযোগ করে থাকে, তাদের অভিযোগ খণ্ডন করে তাদের সংশোধন করতে পারবেন কিম্বা আমীর সাহেবকে বা মিশনারী ইনচার্জ সাহেবকে বা আমাকে লিখে জানাতে পারবেন। আপনাদের মধ্যে যখন এত অপূর্ণতা রয়ে গেছে বা উৎকর্ষ সাধনের সুযোগ রয়েছে তবে সেই সংশোধনের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

মানুষের মধ্যে ভুল-ত্রুটি ও দুর্বলতা থাকে কিন্তু জামাতের কোন সাধারণ সদস্য বা পদাধিকারীকে কখনও আপনাদের দিকে অভিযোগের আঙ্গুল তোলার সুযোগ দিবেন না। .....কোন পদাধিকারী আপনাদের সামনে কোন যোগ্যতা রাখে না, আর না কোন আমীর বা অন্য কেউ। যদি আপনি কোন কাজকে সঠিক মনে করেন তবে তা অবশ্যই করুন। আপনারা যখন বিষয়টি উর্দ্ধতন

কর্তৃপক্ষ, আমীর সাহেব বা মিশনারী ইনচার্জ সাহেবকে জানিয়ে দেন এবং মিশনারী ইনচাজ সাহেব নিজের অভিযোগ ও উদ্বেগের কথা আমীর সাহেবকে জানিয়ে দেওয়ার পরও কোন কাজ হয় না আর বিষয়টি যদি জামাতের স্বার্থের পরিন্থী হয়, তবে যেরূপ আমি পূর্বেই বলেছি, আমাকে লিখুন যে, এমন ব্যাপার ঘটেছে যা জামাতের স্বার্থের পরিপন্থী এবং আমি আমীর সাহেব এবং মিশনারী ইনচার্জ সাহেবকেও জানিয়েছি, কিন্তু তাসত্বেও কোন কাজ হচ্ছে না বা যে পদক্ষেপ গ্রহন করা উচিত ছিল তা করাা হয় নি যার ফলে জামাতের সদস্যবর্গের উপর এর বিরূপ প্রভাব পড়ছে। - এমনটি হলে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে যে এর কি প্রতিকার করা যায়। আর আমাকে একবার লিখে জানানোর পর যত্রতত্র বলে বেড়ানো আপনাদের কাজ নয়। এছাড়া আপনাদের দায়িত্ব হল পূর্ণ আনুগত্য সহকারে নিজেদের কাজ করা। যেখানে যেমন পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার তা আমরা করব। কিন্তু অবগত করা আপনাদের কাজ।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: অনুরূপভাবে জামেয়া আহমদয়ীয়ার শিক্ষকগণও জামাতের কাজে বেশি বেশি সময় দিবেন। বছরে তাদের তিন মাস করে ছুটি কাটানো চলবে না। আর যদি কেউ কোন কাজ করে থাকে তবে ভাল কথা। কারোর উপর যদি অতিরিক্ত কাজের দায়িত্ব না থাকে তবে তাদেরকে যেভাবে কাজে লাগাতে পারেন অবশ্যই লাগান।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: জামেয়া প্রসঙ্গে বলতে চাই যে, আপনারা ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিকোণ থেকে স্বাধীন। এ বিষয়ে আমি পূর্বেও কয়েকবার লিখিতভাবে জানিয়েছি। কিন্তু আমি কখনও কখনও আভাস পেয়ে থাকি যে, কোন কোন পদাধিকারী জামেয়ার বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে বা মুরুব্বীদের সঙ্গে বসে কথা বলে বা জামেয়ার শিক্ষকদের মধ্যে কয়েকজন এমন আছেন যারা ব্যবস্থাপকদের কাছে গিয়ে সমস্ত কথা বলে। এগুলি অনুচিত পন্থা। আপনারা যে পরিবেশে বা যে প্রতিষ্ঠানের কাজে নিযুক্ত আছেন সেখানকার প্রত্যেকটি কথা আপনার কাছে গচ্ছিত সম্পদ এবং এটিকে রক্ষা করা আপনাদের কর্তব্য। জামেয়ার কোন বিষয়ে বা পড়াশোনার ব্যাপারে কিংবা ছাত্রদের ব্যাপারে যদি কোন উদ্বেগজনক বিষয় দেখা দিলে প্রিন্সিপালকে অবগত করুন এবং এরপর আমাকে অবগত করুন। সংবাদ পৌঁছে দেওয়ার পর্যন্তই আপনার দায়িত্ব। আর যদি সংবাদ পৌঁছে না দেন তবে আপনারা অপরাধী।

হুযুর আনোয়ার বলেন: অনুরূপভাবে ফিল্ডে কর্মরত অন্যান্য মুরুব্বীরাও যদি দেখেন যে, পদাধিকারী, সদর, রিজিওনাল আমীর বা কোন উর্ধতন পদাধিকারী হোক কেন্দ্রীয় পদাধিকারীরা জামাতের শিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ করছে প্রথা ও ঐতিহ্য ভেঙ্গে কোন কাজ করছে তবে তাকে প্রতিহত করার চেষ্টা করুন এবং আপনারা এটিকে তখনই প্রতিহত করতে পারবেন যখন আপনারা আত্ম-সংশোধনকারী হবেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমীর সাহেব সম্পর্কে আরও একটি অভিযোগ এসে থাকে যে, বর্তমানে অনেক সমসাময়িক বিষয় আছে বিভিন্ন মিটিংয়ে যেগুলির উত্তর দিতে হয়। উত্তম পদ্ধতিতে প্রজ্ঞাসহকারে উত্তর দেওয়ার আদেশ রয়েছে। কিন্তু আমার কাছে অনেকের অভিযোগ আসে যে, আমীর সাহেব বলেন যে, কুটনীতিকভাবে উত্তর দিবে। কুটনীতি আমাদের কাজ নয়।

আপনারা সমসাময়িক যে কোন বিষয়ের উত্তর দিতে পারেন। যেমন- মহিলাদের সঙ্গে করমর্দন করা, মহিলাদের পর্দা, সমকামিতা ও প্রমূখ সমস্যাদি রয়েছে। ধর্মীয় শিক্ষা অনুসারে এগুলির উত্তর দিতে হবে। আমরা না কোন সংবাদ মাধ্যমকে ভয় করি আর না কোন সরকারি প্রতিষ্ঠানকে। কিন্তু উত্তর প্রজ্ঞাপূর্ণ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, কথার মধ্যে যেন কুটনীতির আভাস পর্যন্ত না থাকে। কেননা, কুটনীতি আমাদের কাজ নয়। মানুষ এমন ধরণের প্রশ্ন আমাকেও জিজ্ঞাসা করে। আমি সেগুলির উত্তর দিয়ে থাকি। ভয় করার দরকার নেই।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমি পূর্বে কয়েকবার উল্লেখ করেছি যে, প্রথম মৌলিক বিষয়টি হল এই যে, ধর্ম সমাজ এবং মানুষের সংশোধনের জন্য এসে থাকে। আজকাল স্বাধীনতার নামে যে সব নিত্যনতুন আইন তৈরী হচ্ছে, সেগুলির মধ্যে ত্রুটি থাকতে পারে বা কোন ঘাটতি থাকতে পারে। কিন্তু যেটি আল্লাহ্‌র বাণী তা কখনও ত্রুটিযুক্ত হতে পারে না। যে ধর্ম সম্পর্কে আমাদেরকে বলা হয়েছে সেটি ত্রুটিপূর্ণ হতে পারে না। সেই কারণেই আপনাদের সকলের কাছে ধর্ম প্রধান্য পায়। এবং এর ভিত্তি কি সে সম্পর্কে অত্যন্ত প্রজ্ঞাপূর্ণ উপায়ে উত্তর দিতে হবে। যুবক মুরুব্বীরা অনেক সময় প্রভাবিত হয়ে যায়। তাই মুরুব্বীরা সব সময় স্মরণে রাখবেন যে, বিরোধীতাকে ভয় করবেন না। বিরোধীতা হলে প্রচারও হবে। এদের সংশোধন আমরা করব। আমরা তাদেরকে পরিচালনা করব। আমরা নিজেরা তাদের অনুবর্তিতা করব না।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: কম বয়সী মুরুব্বীদেরকে আমি বলতে চাই যে, আপনারা ভয় করবেন না। নির্ভীক হয়ে কুরআনী শিক্ষার আলোকে ইসলামী শিক্ষা অনুসারে এই সমস্ত সমস্যা ও বিষয়াদির সম্মুখীন হতে হবে।

যেখানে কোন ঝামেলা বা গণ্ডগোল দেখবেন সেখানে বলে দিন যে, যেহেতু গোলযোগ বাধানো তোমাদের উদ্দেশ্য, অতএব আমি তোমাদের এই বিষয়ে কোন উত্তর দিব না। কিন্তু একজন ধর্মীয় ব্যক্তি ও প্রচারক হিসেবে আমরা সেই শিক্ষা অবশ্যই মেনে চলব যা ধর্ম আমাদেরকে শিখিয়েছে। অতএব কুটনীতি ও প্রজ্ঞার মধ্যে যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে সেটিকে দৃষ্টিপটে রাখতে হবে। কুটনীতির মধ্যে মিথ্যার সংমিশ্রন থাকে। কুটনীতিকরা যখন দূতাবাস বা অন্য কোন সরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজের জন্য আসেন তখন তাদেরকে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে যে, প্রয়োজনে মিথ্যার আশ্রয় নাও। মৌলানা মৌদুদী সাহেবের মত একথা বলবেন না যে, যেখানে প্রয়োজন দেখা দেয় সেখানে মিথ্যা বলা কোন অপরাধ নয়। আপনারা সর্বত্র সত্য এবং প্রজ্ঞাসহকারে কাজ করবেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমি খুতবাতেও বলেছিলাম যে, মুরুব্বীদের সম্মান যেন সর্বত্র বজায় থাকে সে জন্য মিশনারী ইনচার্জ এবং আমীর সাহেব এ বিষয়ে সচেষ্ট থাকবেন। তাদের সম্মান প্রতিষ্ঠিত রাখা আপনাদের কাজ। জামাতে এই তরবীয়ত থাকা উচিত যেন জামাতের সদস্যরা ছোট, বড় নির্বিশেষে প্রত্যেক মুরুব্বীকে সম্মান করে। মুরুব্বী হওয়াটায় শেষ কথা, মুরুব্বীর বয়স বিচার্য নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত না মুরুব্বী সম্মান প্রতিষ্ঠিত হবে সে জামাতের তরবীয়ত করতে পারবে না।

হুযুর আনোয়ার বলেন: যখন আপনারা নিজেদের তরবীয়ত করবেন তখনই তবলীগের পথ প্রশস্ত হবে। আল্লাহ্ আমাদের দূর্বলতাসমূহ ঢেকে রেখেছেন, যে কারণে আমাদের ভাল দিকটিই মানুষের দৃষ্টিতে পড়ে এবং আমাদের ভাল কাজগুলি তারা দেখে থাকে। আমাদেরকে তারা সংগঠিত রূপে দেখে থাকে। কিন্তু তা সত্বেও আমাদের মধ্যে যে দুর্বলতা আছে সেগুলির প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। আপাতত বিষয়টি ভাল বলে মনে হচ্ছে যে, যদিও কোথাও আমাদের মধ্যে মতানৈক্য থেকে থাকে বা মানুষ মুরুব্বীদেরকে সম্মান দিচ্ছেনা, কিন্তু তা প্রকাশ পায় না। কিন্তু কোন এক সময় তা প্রকাশ পেতে পারে। তখন আপনাদের তৈরী করা প্রভাবটুকু নষ্ট হয়ে যাবে। এই জন্য মিশনারী ইনচার্জ এবং আমীর সাহেবের দায়িত্ব হল জামাতের সদস্য এবং পদাধিকারীগণের তরবীয়তের মাধ্যমে মুরুব্বীদের সম্মান প্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু যেরূপ আমি পূর্বেও বলেছি, মুরুব্বীদেরও দায়িত্ব হল নিজেদের দৃষ্টান্ত স্থাপন করা, যাতে অন্যরা আপনাদেরকে কোন অনুচিত কাজের জন্য দোষারোপ করার বা তুই বলে সম্বোধন করার ধৃষ্টতা না দেখাতে পারে। আমি দেখেছি অনেকে মুরুব্বীদেরকে অসাধারণ সম্মান করে আবার অনেকে আছে যারা মুরুব্বীদের নাম উচ্চারণ এমন ভঙ্গিতে করে যে কোন ছোট বাচ্চার নামও সেভাবে নেওয়া হয় না। এদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিন এবং জামাতের পদাধিকারীদেরও তরবীয়ত করুন। যে পদাধিকারী সহযোগিতা করবে না তার সম্পর্কে আমাকে অবগত করুন। আপনারা যদি নিজে মুরুব্বীদের সম্মান প্রতিষ্ঠা না করেন পদাধিকারীরা কিভাবে করবেন। এ সম্পর্কে রিপোর্ট নিন এবং মুরুব্বীদেরকে জিজ্ঞাসা করুন যে জামাতে তাদের সঙ্গে আচরণ কিরূপ। আর আপনারাও নির্ভয়ে উত্তর দিন সে কেন্দ্রীয় পদাধিকারী হোক বা জাতীয় স্তরের পদাধিকারী হোক কিম্বা স্থানীয় স্তরের পদাধিকারী। এটি আপনাদেরই কাজ এবং সম্মান প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আমি খুতবাতেও বলেছি।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: কেউ সম্মান করুক বা না করুক সর্বাস্থতাতেই আনুগত্য করা মুরুব্বীদের কর্তব্য। যদি তাদের থেকে বড় কোন পদাধিকারী বা জামাতের সদর বা আমীর থাকেন তবে তাদের সম্মান করতে বলুন। কিন্তু বার বার মিশনারি ইনচার্জ এবং আমীর সাহেবকে জানানো সত্বেও কোন অভিযোগ থেকে যায় তবে আমাকে লিখে জানান। কিন্তু যেভাবে আমি বলেছি এবং পুনঃ পুনঃ বলছি, সবার আগের নিজেদের সংশোধন করুন। আপনাদের দিকটা নিষ্কলুষ থাকলে কেউ দোষারোপ করার সুযোগ পাবে না এবং তখনই তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: নতুন মুরুব্বীদেরকে আমি প্রায়ই বলে থাকি, তাহাজ্জুদের অভ্যাস গড়ে তুলুন- জানি না এই নির্দেশ মেনে চলা হয় কি না। প্রায় দেখা যায় যে, রাত যখন ছোট হয় তখন ফজরের জন্যও ঘুম থেকে ওঠা কষ্টকর হয়। খুবই ছোট রাত হয়ে থাকে যার ফলে দেড়-দুই ঘন্টা শোয়ার জন্য অবশ্যই পাওয়া যায়। সংকল্প থাকলে এরই মধ্যে ঘুম পূর্ণ হয়ে যায়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমি একবার ওহাব আদম সাহেব মরহুমকে দেখেছি যে, পরিদর্শন শেষ করে রাত্রি বারোটার সময় লম্বা ও অমসৃণ পথ অতিক্রম করে ফিরেছিলেন। সেখানে ছোট্ট একটি জায়গায় আমরা একত্রে অবস্থান করছিলাম। ফিরে আসার পর তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। আমি রাত্রি দেড়টা নাগাদ বাথরুমে যাওয়ার জন্য উঠে দেখি তিনি দেড়টার সময় মসজিদে নফল পড়ছেন। আপনারা যখন এমন করবেন জামাতের সদস্যরা তা দেখে উদ্বুদ্ধ হবে আর দোয়া ছাড়া তো এই কাজ হওয়া সম্ভব নয়। এই জন্য মুরুব্বীদের জন্য বিশেষকরে নফল নামায জরুরী। নামাযের প্রতি নিয়মানুবর্তিতা এবং বাজামাত নামাযের প্রতি মনোযোগ দিন। কেউ মসজিদে আসুক বা না আসুক, যখন আপনি নিজে মসজিদে আসবেন বা কোন নামায সেন্টার খুলবেন তখন মানুষ উপলব্ধি করবেন এবং তারা নিজে থেকেই আসবেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, আমি ইউ.কে-তে জুমার খুতবার পর কিছু কিছু

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly

BADAR

Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-8 Thursday, 19 Oct, 2023 Issue No.43

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

জামাতের সঙ্গে নামাযের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য মিটিং করে থাকি। মিটিংয়ে একটি জামাতের তরবীয়তের সেক্রেটারী এবং সদর জামাত বললেন আমাদের এখানে নামাযে উপস্থিতির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। আমি জানতে চাই যে কত বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি উত্তরে বলেন, ৩৩% -৩৪% লোক নামাযে আসেন। এটি কোন উপস্থিতিই নয়। ফজর এবং এশায় নিকটে অবস্থানকারীদের উপস্থিতি বেশি হওয়াই কাম্য। আর যারা দূরে থাকেন তারা তো বাহানা পেয়ে যায়। এই জামাতগুলিতেও চেষ্টা করুন। অভ্যাস গড়ে তুলুন এবং এমন পরিবেশ সৃষ্টি করুন যাতে লোকেরা নিজেদের ঘরেই নামায পড়ে। যদি নামায সেন্টার দূরে হয় এবং আসা সম্ভব না হয় বা কর্মক্ষেত্র থেকে ফিরে আসার পর ক্লান্তির কারণে সেন্টারে আসা কষ্টকর হয় তবে কেবল মুরুববীদের খুতবা শুনে নেওয়া বা খুতবা দিয়ে দেওয়াই কাজ নয়। সেই সব কাজের উপর আমল করা হচ্ছে কি না ফিল্ডে কর্মরত মুবাল্লিগদের জন্য তত্ত্বাবধান করাও কাজ। আর বিষয় এখানে এসে দাঁড়িয়ে যায় যে, তত্ত্বধান তখনই সম্ভব যখন এই কাজ নিজে করা হবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: সাধারণ মানুষের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় আপনাদের আচরণ দৃষ্টান্তমূলক হওয়া কাম্য। তবলীগের জন্য জনসংযোগ বৃদ্ধি করুন। আপনার পরিবেশের রাজনীতিক, পুলিশ এবং অন্যান্য ধর্মের মানুষের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক তৈরী করুন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে তবলীগ সেক্রেটারীগণ অভিযোগ করে থাকেন যে, মুরুব্বীরা আমাদেরকে পুরো সময় দেন না। অতএব যেখানে যেখানে জামাতের প্রোগ্রাম তৈরী হয় সেখানে পুরো সময় দেওয়া আপনাদের কর্তব্য।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: জামেয়ার শিক্ষকদের কাছ থেকে কোন কাজ নিতে হলে জামেয়ার মারফত নিতে হবে। প্রিন্সিপাল সাহেবকে লিখুন এবং প্রিন্সিপাল সাহেব বিবেচনা করে শিক্ষকদেরকে অবসর সময়ে বিরতি দিতে পারেন। শিক্ষকদের যদি ৭ দিনের কম কোন ব্যক্তিগত ছুটির পরিকল্পনা থাকে তবে তা প্রিন্সিপালকে পাঠিয়ে দিন। মিশনারী ইনচার্জ সাহেবও নিজের পরিকল্পনা বানিয়ে পাঠান যে, এই এই জামাতে তাদেরকে পাঠাবেন। ফলে প্রিন্সিপাল সাহেবও বলতে পারবেন যে, কোন কোন দিন কতজন মুরুব্বী পাওয়া যাবে। প্রিন্সিপাল সাহেবের পক্ষ থেকে উত্তর আসার পর আপনারা তাদেরকে বিভিন্ন স্থানে পাঠাতে পারবেন। উভয় পক্ষ থেকেই পরিশ্রম দরকার। পরিশ্রম এবং সহযোগিতা এমন কোন সমস্যা নয় যার সমাধান নেই। পারস্পরিক সহযোগিতা থাকলে সব কিছুই সম্ভব। এরপর হুযুর আনোয়ার মুরুব্বীদেরকে প্রশ্ন করার অনুমতি প্রদান করেন।

একজন মুরুব্বী প্রশ্ন করেন, কিছু প্রবীণ আহমদী সদস্যদের বিরুদ্ধে জামাত পদক্ষেপ নিলে তারা নিজেদের সঙ্গে সন্তান-সন্ততিদেরকেও জামাত থেকে দূরে সরিয়ে নেয়। তাদেরকে বোঝানো সত্ত্বেও তারা বোঝে না।

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর বলেন: যদি কোন সদস্য অনুচিত কাজ করে এবং তাদের সংশোধনের উদ্দেশ্যে জামাত তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয়, কিন্তু তারা সংশোধনের চেতনার পরিবর্তে যদি বিদ্রোহ ভাবাপন্ন হয়ে ওঠে, তবে আপনারা তার জন্য দোয়া করতে পারেন। তাকে বোঝাতে পারেন। বোঝানো আপনাদের কাজ। নিয়মিত বোঝান। হতাশা ও পরিশ্রান্ত হবেন না। ৯৯%-এর বেশি মানুষের সংশোধন হয়ে যায়। যদি কেউ দুই-একজন এমন থাকে যাদের সংশোধন হওয়া সম্ভব নয় তবে তাদের সন্তান-সন্ততি প্রাপ্ত-বয়স্ক হলে তাদের সঙ্গে আপনারা সম্পর্ক রাখুন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমি ইউ.কে-তে যুবক মুরুব্বীদেরকে সরাসরি নির্দেশ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছি যারা এভাবে বিপথগামী হয়েছিল তাদের যুবক সন্তানদের সঙ্গে যোগাযোগ করার ফলে যখন সন্তানরা জামাতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হচ্ছিল তখন পিতা-মাতাও নিজেদের সংশোধন করে নিয়ে নিয়েছেন।

সেখানে পদাধিকারীদের বিরুদ্ধে কিছু যুবকের অভিযোগ রয়েছে। আর এরা একটু বেশিই বিপথগামী। প্রবীণদের কথা বলো না। এদের মধ্যে যুবকের সংখ্যায় বেশি যারা বড়দের বিরুদ্ধে বা পদাধিকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যার কারণে তারা দূরে সরে যায়। আমি যখন যুবক মুরুব্বীদের তাদেরকে কাছে আনার নির্দেশ দিলাম তখন তারা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদেরকে কাছে এনেছিল এবং তারা ক্রমশ ঠিক হয়ে গিয়েছিল। কানাডাতেও একটি পরিবার একেবারে দূরে সরে গিয়েছিল। সেখানে মসজিদ পরিদর্শনের পর আমি সেখানকার রিপোর্ট পেয়েছি যে, সেই ছিটকে যাওয়া যুবকটি নিজেই পুনরায় মসজিদে আসতে আরম্ভ করেছে এবং জামাতের সক্রিয় সদস্যে পরিণত হয়েছে। সংশোধনের জন্য স্থায়ীত্ব থাকা জরুরী এবং এর পাশাপাশি দোয়াও জরুরী। এরপর বিষয়টি খোদার নিকট অর্পন করুন। নিজের পক্ষ থেকে বাঁচানোর পুরো চেষ্টা করুন।

খুতবা জুমা শোনা প্রসঙ্গে হুযুর আনোয়ার মুবাল্লিগ ইনচার্জ সাহেবকে সম্বোধন করে বলেন: আপনাদের কাছে মুরুব্বী এবং তরবীয়ত সেক্রেটারীদের পক্ষ থেকে রিপোর্ট আসা দরকার যে, জুমা শেষ হওয়ার পর কতজন মসজিদে বসে খুতবার সম্প্রচার শোনে। যারা বাড়ি যায় তারা যেন খুতবা শুনে বাড়ি যায় বা বাড়িতে গিয়ে খুতবা শোনে। মানুষকে মসজিদে বসে খুতবা শুনতে উৎসাহিত করুন। আল্লাহ্‌র ফযলে জার্মানীতে অনেক মানুষ মসজিদে বসে খুতবা শোনেন। আপনাদের কাজ হল জনমত সংগ্রহ করা তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

একজন মুরুব্বী সিলসিলা প্রশ্ন করেন: অনেক স্থান এমন আছে যেখানে কেবল জামাত আহমদীয়ার মসজিদ আছে। অনেক সময় অ-আহমদীরা জিজ্ঞাসা করে যে, তারা আমাদের মসজিদে এতেকাফে বসতে পারবে কি না? এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: তাদেরকে বলুন আমাদের মসজিদ এমনিতেই এত ছোট যে কেবল দুই-চার জনের এতেকাফে

খুতবার শেষাংশ.....

শিকাগোর মসজিদ সাদেকের জন্য আর্থিক কুরবানী করার তৌফিক লাভ করেন। অত্যন্ত বিনয়ী এবং কোমল স্বভাবের মানুষ ছিলেন। জামাত এবং খিলাফতের প্রতি যারপরনায় ভালবাসা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল। এম.টি.এ দেখার জন্য প্রথমে বাড়িতে ডিশ এন্টেনা এবং পরবর্তীতে অন-লাইনের ব্যবস্থা করেন। নিয়মিত আমার খুতবা শুনতেন। পরিচিতদের সঙ্গে আমার খুতবার বিষয়ে আলোচনা করতেন। কেবল শুনতেন না, সেই সাথে নোটও লিখতেন এবং সেগুলো নিয়ে আলোচনা করতেন। মসজিদ থেকে ৯০ কিমি দূরে তাঁর বাড়ি ছিল, তবু বয়স ও নিজের দুর্বলতা উপেক্ষা করে নিয়মিত জুমআর নামায পড়তে আসতেন। নিয়মিত চাঁদা দিতেন। কখনও তাঁকে মনে করিয়ে দিতে হত না। অন্যান্য আর্থিক কুরবানীর আহ্বানেও সাড়া দিয়ে উদ্যমের সাথে তাতে অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁর এক কন্যা রয়েছে কিন্তু জামাতের সঙ্গে সে যুক্ত নয়। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রতি ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুন এবং তাঁর মেয়ের জন্য তাঁর দোয়া কবুল করুন। আল্লাহ্ তা'লা তাকেও যেন আহমদীয়াত গ্রহহণের তৌফিক দান করেন। তাই এখন একটি জানাযা হাজের এবং দুটি জানাযা গায়েব রয়েছে যা জুমআর নামাযের পর আমি পড়াব।

বসার সুযোগ হতে পারে। দ্বিতীয়ত আমাদের কিছু নিয়ম-শৃঙ্খলা রয়েছে সেগুলি আপনারা মেনে চলবেন কি? প্রথমে আমরা নিজেদের জামাতের সদস্যদের অগ্রাধিকার দিব। তাদের সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলুন, এরপর যদি তারা এই শর্তগুলি মেনে নিয়ে আসতে চায় তবে বিবেচনা করে দেখব।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমি যখন বন্দীদশায় থাকার সময় একজন কয়েদী আমার সঙ্গে ছিল। সে আমকে কাহিনী শোনাতে লাগল। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, কারাগারে কেন এসেছ? সে উত্তর দিল, আমি খুন করেছিলাম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম কিভাবে খুন করলে? সে উত্তর দিল, আমি রমযান মাসে এতেকাফে বসেছিলাম, সেই অবস্থায় খুন হয়ে যায়। আমি জিজ্ঞাসা করলাম এতেকাফে কীভাবে হত্যা হল। সে উত্তর দিল আমাদের মধ্যে শত্রুতা চলছিল তাই আমি একটি আগ্নেয়াস্ত্র সঙ্গে রেখেছিলাম। মসজিদে আগ্নেয়াস্ত্র কেন নিয়ে গিয়েছিলে? সে উত্তর দিল, আমার শত্রু বাইরে এলে আমি চিন্তা করলাম পাছে সে আমার উপরই না আক্রমণ করে বসে। তাই তার আক্রমণ করার পূর্বে আমি তাকে হত্যা করে ফেললাম। এমন এতেকাফকারী আমরা চাই না।

একজন মুরুব্বী সিলসিলা প্রশ্ন করেন: জামাতের সদস্যরা যখন নিজেদের গোপন কথা কারো সামনে প্রকাশ করে তখন কতদিন পর্যন্ত সেটি গোপন রাখা

১ম পাতার শেষাংশ.....

ইলাহি এবং তবলীগ থেকে উদাসীন থাকবে এবং পেশির জোরে সেই সব জাতিকে সঠিক পথে নিয়ে আসতে চাইবে এবং বাড়াবাড়ি এবং রাজনীতির ঘুর্ণাবর্তে আবদ্ধ হয়ে পড়বে।

এই আয়াতে এ বিষয়ের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, সেই যুগে তিনটি বিষয় মুসলমানদের বিপদের কারণ হবে। প্রথমত মানুষ ইবাদত সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়বে, ইবাদতের প্রতি মনোযোগ থাকবে না। দ্বিতীয়ত মানুষের মনে জাগতিক ধন-সম্পদের প্রতি মোহ বৃদ্ধি পাবে।তৃতীয়, আমোদ প্রমোদ ও বিলাসিতার ঢেউ উঠবে। এমন সময় মোমেনের জন্য জরুরী হবে ইবাদতে নিমজ্জিত থাকা এবং ধন-সম্পদের প্রতি প্রলুব্ধ না হওয়া এবং নিজেদের বৈধ চাহিদা পূর্ণ করে বাকি অর্থ ধর্মের প্রসারের কাজে খরচ করা।

(তফসীরে কবীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪৪৩)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir